مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ (اَلْحَدِيْثُ)

গদীরে খুম-এর ঘোষণা

[আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা]

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

সনজরী পাবলিকেশন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম বুখারী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- ইমাম আবূ হানিফা আহলে বায়ত থেকে হাদীস গ্রহণ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- তাসাউফের আসল রূপ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- এশ্‌কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- ইসলাম ও নারী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাসনাঈনে কারীমের পদমর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- কিতাবুত তাওহীদ (১ম খন্ড)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- কিতাবুত তাওহীদ (২য় খন্ড)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- ইসলামী দর্শনে জীবন
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাদীসের আলোকে সাহাবীদের মর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- সূফীদের পথচলার কার্যপদ্ধতি
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- মা'মূলাতে মীলাদ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- রোজার দর্শন ও বিধান
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- নবী আকরাম (দ.) এর নামাযের পদ্ধতি
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- উম্মতের আলোক দিশা (হিদায়াতুল উম্মাহ)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- খতমে নবুয়্যাত
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- নবীগণের চরিত্র
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হায়াতুন্নাবী (প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- নেযামে মুস্তাফা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাদিসের আলোকে প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

গদীরে খুম-এর ঘোষণা

[আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা]

মূল
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

অনুবাদ
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

সম্পাদনায়
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সনজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

গদীরে খুম-এর ঘোষণা
মূল : শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর :
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

সম্পাদনায় :
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রকাশকাল :
১৩ ডিসেম্বর ২০১৬, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ সাল।

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৮৪২-১৬০১১১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো

মূল্য : ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

Gadhir-E Khum Er Ghoshona, By: Shaikhul Islam Dr. Mohammad Taherul Kaderi, Translate By: Muhammad Ohidul Alam, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 100/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِم
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَيْـنِ وَالثَّقَـلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْـنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَـجَم

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

প্রকাশকের কথা

'গাদিরে খুম'-এর হাদিসের বিকৃতি ঘটিয়ে শিয়ারা ইসলামের মধ্যে বিভাজন এবং ফিতনাহর অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, যা কিয়ামত অবধি অটূট থাকবে বলে অনুমিত হয়।

'গাদিরে খুম' এই নামটি কি আমরা কখনো শুনেছি? 'গাদিরে খুম' হলো সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কয়েকটি হাদিস গ্রন্থে উল্লেখিত একটি কূপ বা কুয়ার নাম। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলেন। আমরা এই হাদিস না শুনে থাকলেও তা দোষের কিছু নয়। তবে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে শিয়াদের দৌরাত্ম্যের অন্যতম কারণ হলো এই যে, তাদের সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলে সাধারণ মুসলিমদের এই বিষয়ে অজ্ঞতার সুযোগে তারা কিছুটা বিকৃত করে এই হাদিস শুনিয়ে বোকা বানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এমনকি কোন শিয়াকে যদি তার স্বপক্ষে একটি দলিল দেয়ার কথা বলি তাহলে সে এ হাদিসটিকে উল্লেখ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

এজন্য সবার এ বিষয়ে সতর্ক থাকাটা উচিৎ। হাদিসটি আলোচনা করার আগে এই হাদিসের পূর্বেকার প্রেক্ষাপট আলোচনাও জরুরী। এর প্রেক্ষাপট অনেক হাদিস গ্রন্থ এমনকি শিয়াদের লেখা কিছু গ্রন্থেও এসেছে।

বুখারী-মুসলিমে উল্লেখিত গাদিরে খুমের এই হাদিসকে শিয়ারা এতো গুরুত্ব দেয় যে, তারা হাদিসের ঘটনার দিন-ক্ষণ বের করে প্রতি চন্দ্র বছরের ওই দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করে যার নাম 'ঈদে গাদির'।

বুখারী ও মুসলিম হলো হাদিস গ্রন্থের ভিতর সবচেয়ে বিশুদ্ধ, যা শিয়ারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তারা তাদের রচিত জাল ও বানোয়াট হাদিস ভরা কিছু বই ও এর হাদিস সহীহ বলে ঘোষণা দেয়। সে সব হাদিসে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সরাসরি খলিফা হিসাবে উল্লেখ করে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছে। সে হাদিসগুলো যদি আদৌ সঠিক হতো, তাহলে তারা কেন সে সব হাদিসের দিন-ক্ষণ বের করে সেগুলোর একটাকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করেনা? এতে করে তাদের তৈরী করা হাদিসের প্রতি তাদের বিশ্বাসের ভিতরটা পরিস্কার বোঝা যায়।

করার ক্ষেত্রে যারা সহযোগীতা করেছেন প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি। কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরি পাবলিকেশন

সূচীপত্র

ভূমিকা	০১
আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা	১১
হাদিস ০১ থেকে ৫১ পর্যন্ত	১২-৫৯
পরিভাষা	৬০
প্রমাণপঞ্জি	৬১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

আজ ১৮ই জিলহজ্ব, বিদায় হজ্ব থেকে মদীনা ফেরার পথে 'গদীরে খুম' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাহাবাগণ তাঁকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন। হযরত আলী মুরতাজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি হাত উপরে তুলে ধরে তিনি বললেন,

مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ–

–আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।

এটা ছিল আলীর আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্বের উত্তুঙ্গ ঘোষণা। শেষ বিচারের দিবস পর্যন্ত এ ঘোষণার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ প্রতিটি মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক। এই ঘোষণা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে, যে ব্যক্তি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকে অস্বীকার করে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বকেও অস্বীকার করে। এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে অংশত অজ্ঞতা ও অংশত সংস্কার বশত, যা হয়ে পড়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অহেতুক উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ। এমতাবস্থায় আমার ইচ্ছা হল এই সার্বভৌমত্ব ও নেতৃত্ব সম্পর্কে দু'টি পুস্তিকা রচনা করতে, একটা হচ্ছে: 'গদীরে খুম-এর ঘোষণা' আর অন্যটা হচ্ছে 'প্রত্যাশিত ইমাম'।

প্রথম পুস্তিকার পরিকল্পনায় আছে আধ্যাত্মিকতার উদ্বোধক ও আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্বের নিশান বরদার রূপে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর স্থান ও মর্যাদা নিরূপন করা আর দ্বিতীয়টিতে আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্বের শেষ সীল মোহর হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী (আলাইহিস্ সালাম) এর মর্যাদা বর্ণনা করা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টিকে ঘিরে সন্দেহের যে মেঘ জড়ো হয়েছে তা দূরীভূত করা এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আলী ও মাহদী আলাইহিমাস্ সালামের আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই দাবীর স্বপক্ষে দীর্ঘ পরম্পরায় বর্ণিত হাদিসসমূহের সাক্ষ্য বিদ্যমান। প্রথম পুস্তিকায় আমি ৫১টি হাদিস অন্তর্ভূক্ত করেছি, যা অকাট্যভাবে দলিলকৃত। ৫১টি হাদিস শরীফকে বেছে নেয়ার রহস্য এই বছর (বইটি রচনার

বছর-২০০২ইং) আমার বয়স ৫১ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাই এই সংখ্যাটির সম্পর্ক সূত্রের ওপর নির্ভর করে আমি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা বর্ণনায় আমার যৎকিঞ্চিত খেদমত পেশ ও বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে ঐশী রহমত অর্জনের প্রত্যাশা করছি।

এই পর্যায়ে আমি একটি বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছি যে, আমরা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিন ধরনের উত্তরাধিকার লাভ করেছি।

১. অভ্যন্তরীণ (গোপনীয়) সার্বভৌমত্বের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার।
২. প্রকাশ্য (ঘোষিত/ দৃশ্যমান) সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার।
৩. ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের সাধারণ উত্তরাধিকার।

- প্রথম প্রকারের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছেন নবী পরিবারের সদস্যগণ (আহলে বাইত)।
- দ্বিতীয় প্রকারের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছেন সত্য পথে পরিচালিত খলীফাগণ।
- তৃতীয় প্রকারের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছেন সাহাবা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ।

অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব হচ্ছে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের মূল উৎসধারা, যা ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক কীর্তি ও গোপন করুণাধারাকেই শুধু সুরক্ষা দেয়নি বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আধ্যাত্মিকতা থেকে উৎসারিত রহমতের স্বরূপকেও মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছে। আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব সুফিসূলভ নিস্কলুষতা ও পূনগঠনের ঝর্ণাধারা এখান থেকেই উৎসারিত।

প্রকাশ্য সার্বভৌমত্ব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের এমন এক ঝর্ণাধারা যা ইসলাম ধর্মের প্রায়োগিক কর্তৃত্ব এবং বিশ্ব শক্তির প্রতীক হিসেবে একে বলবৎযোগ্য করে তোলে। যা বিশ্বে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়তকে বিশ্ব-ব্যবস্থারূপে উপস্থাপন করে।

সাধারণ উত্তরাধিকার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সেই উৎসধারা, যা ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসার ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে

ধর্মীয় আমল-আখলাকের প্রবৃদ্ধি ঘটায়। এই উত্তরাধিকার মুসলমানদের জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধর্মচর্চার আবহকেই শুধু সংরক্ষণ করে না বরং ইসলামী নৈতিকতারও ব্যাপ্তি ঘটায়।

ইসলামের এই তিনটি উত্তরাধিকারকে সংক্ষেপে বলা যায়;

১. আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকার।
২. কর্তৃত্বগত উত্তরাধিকার।
৩. হেদায়াতের উত্তরাধিকার।

এই সকল উত্তরাধিকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার উত্তরাধিকার গ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে তিনটা শ্রেণি রয়েছে:

–প্রথম শ্রেণির লোকজন হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা তাঁর থেকে প্রজ্ঞা, পূণ্যশীলতা ও রূহানী ফয়েজ লাভ করেছেন। এঁরা হচ্ছেন আহলে বা'ইত এবং বিশিষ্ট মর্যাদাশীলগণ। **দ্বিতীয় শ্রেণির** মধ্যে রয়েছেন যাঁরা তাঁর প্রকাশ্য অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা পেয়েছেন পূণ্যশীলতা, ধর্মীয় নির্দেশাবলী ও প্রকাশ্য হেদায়াত। এঁরা হচ্ছেন তাঁর সাহাবী। খোলাফায়ে রাশেদিনের চার খলিফা ও বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী। **তৃতীয় শ্রেণির** মধ্যে রয়েছেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান ও ধার্মিকতা লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের অহমকে পুরোপুরি বর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মত বিশিষ্ট সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী বুজর্গগণ। এই তিন ধরণের উত্তরাধিকারের উৎসস্থল হচ্ছে খতমে নবুয়ত।[১]

উল্লেখ্য যে, উত্তরাধিকারের এই বিভাজন করা হয়েছে উপযোগিতা ও বিশিষ্টতার নিরিখে নতুবা এক প্রকার উত্তরাধিকার অন্য প্রকার উত্তরাধিকারের কোন না কোন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

- কর্তৃত্ব পরিসরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সরাসরি নিয়োগকৃত প্রতিনিধি।

---

[১]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ আত্ তাফহিমাত-উল ইলাহিয়া, (২:৮)।

- আধ্যাত্মিক ও পুতঃপবিত্রতার ক্ষেত্রে হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি।
- হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনার পরিমণ্ডলে সাহাবী ও খলিফাগণ ছিলেন তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধি।

অর্থাৎ, নবুয়তের দফতর হতে তিন ধরণের স্থায়ী কর্তৃত্ব বন্টিত হয়, যাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা, আদর্শ ও রহমতের প্রচারণা দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত জারী থাকে। এগুলো হচ্ছে–

১. রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতা।
২. আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতা।
৩. বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রায়োগিক উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতা।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতা খোলাফায়ে রাশেদীন নামে পরিচিত।

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতা ইমামত নামে পরিচিত। এতে আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রায়োগিক উত্তরাধিকারের নাম আদর্শ ও বিশ্বাস।

অতএব, ইসলামে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ধারণকারী প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ধারণকারী প্রথম ব্যক্তি হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রায়োগিক উত্তরাধিকার বহনকারী ব্যক্তিগণ হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। অতএব, এই উত্তরাধিকারগণ স্ব স্ব পরিমণ্ডলে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত ও প্রতিষ্ঠিত। পরস্পরের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব কিংবা বিরোধ নেই।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই উত্তরাধিকারসমূহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র–

১. প্রকাশ্য খিলাফত হচ্ছে ইসলামের রাজনৈতিক দফতর। গোপন খিলাফত হচ্ছে সর্বতোভাবে একটি আধ্যাত্মিক দফতর।
২. প্রকাশ্য খিলাফত হচ্ছে নির্বাচিত ও পরামর্শ ভিত্তিক পরিচালন যোগ্য প্রতিষ্ঠান। আর গোপন খিলাফত হচ্ছে মজ্জাগত ও মনোনয়ন ভিত্তিক কর্ম।

৩. খলিফা পদবীধারী জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত আর গোপন খলিফা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত।
৪. প্রকাশ্য খলিফা নির্বাচিত- গোপন খলিফা মনোনীত।
৫. এ কারণেই হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রস্তাব ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থনে হযরত আবু বকর আস্ সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে প্রথম খলিফা নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্বের প্রথম ইমাম হিসেবে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মনোনয়ন কোন প্রস্তাব কিংবা কারো সমর্থনের ভিত্তিতে হয়নি।
৬. খিলাফত ছিল একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই নিজ থেকে এর ঘোষণা দেননি। আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব পদমর্যাদা নির্ণায়ক কাজ তাই তিনি এর ঘোষণা দিয়েছেন 'গদীরে খুম' এর উপত্যকায়।
৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলিফা নির্বাচনের কাজটি জনসাধারনের মর্জির ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর নাম ঐশী অনুমোদনের ভিত্তিতে নিজেই ঘোষণা করেছিলেন।
৮. পৃথিবীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়। আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় ঐশী জৌলুষ ও কমনীয়তার মাধ্যমে পৃথিবীর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণের জন্য।
৯. খিলাফত মানুষকে ন্যায়পরায়ণ করে তোলে। আর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তাদেরকে দান করে কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা)।
১০. খিলাফতের কার্যক্রম দুনিয়ার জমিনে সীমাবদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের পরিসর আরশ পর্যন্ত বিস্তৃত।
১১. রাজমুকুট ও অভিষেক ছাড়া খিলাফত অচল কোন প্রকার রাজমুকুট ধারণ কিংবা অভিষেক ছাড়াই আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব কার্যকর।
১২. সম্ভবত এ কারণেই খিলাফতের বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়েছে উম্মাহর ওপর আর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ভার বংশধারার উপর ন্যস্ত।

তাই আমরা খিলাফতকে (রাজনৈতিক নেতৃত্ব) যেমন অস্বীকার করি না তেমনি অস্বীকার করিনা বেলায়তকেও (আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব)। হযরত আবু বকর আস্-

সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জন-সম্মতির ভিত্তিতে। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে অকাট্যভাবে এর সত্যতা নিরূপিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সরাসরি ঘোষিত হযরত আলী মরতুজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব সহীহ হাদিসসমূহের বর্ণনা পরম্পরার সূত্রক্রমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। খিলাফতের প্রমাণ হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ ঐক্যমত। আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব তথা বেলায়তের প্রমাণ হচ্ছে হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা। যারা খিলাফতকে অস্বীকার করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস ও উম্মার ঐক্যমতকে অস্বীকার করে। আর যারা আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকে (বেলায়ত) অস্বীকার করে তারা বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণাকেই অস্বীকার করে। অতএব, খিলাফত ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব উভয়ই এক অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট উপলব্ধি, যাতে জনসাধারণের সামনে এ দু'টোকে ঐক্যবদ্ধ বিষয় হিসেবে পেশ করা যায় কোন বিভক্তির প্রতিফলন হিসেবে নয়।

এ কথা অবশ্যই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, যেভাবে প্রকাশ্য খিলাফত মহান খলিফাগণের মাধ্যমে সূচিত হয়ে ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে এর তোহফা পরবর্তী হক্কানী ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসকদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনি একইভাবে বাতেনী (অপ্রকাশ্য) খিলাফতের ধারা হযরত আলী মরতুজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মাধ্যমে সূচিত হয়ে এর ফয়েজ বরকত নবী পরিবারের সদস্য ও উম্মাহর অন্যান্য সূফি দরবেশদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা– مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ (আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা) এবং عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِيْ (আমার পরে আলী তোমাদের আধ্যাত্মিক নেতা)–এ দু'টো ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে আধ্যাত্মিক সম্রাজ্যের দ্বারোদঘাটক হচ্ছেন হযরত আলী মুরতাজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

১. এই উম্মাহর প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আলী মুরতাদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন।[২]

[২]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ: আত্ তাফহিমাতুল ইলাহিয়া, ১:১০৩।

২. আধ্যাত্মিক রাজ্যের রহস্য পুরোধার প্রজন্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে।[৩]

৩. অতএব, সমগ্র উম্মাহর মধ্যে এমন একজন অলিও পাওয়া দুষ্কর যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়তের প্রতি ঋণী নন।[৪]

৪. নবীর উম্মতের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সুবর্ণ ফটক যিনি প্রথম উন্মোচন করেছেন এবং এতে উচ্চতম মকাম লাভ করেছেন যিনি, তিনি হচ্ছেন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াযহাহু। তাই তরীকতের সকল সিলসিলাহর উৎসমূলে রয়েছে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বেলায়ত।[৫]

৫. শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, উম্মাহর মধ্যে যে কেউ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে আউলিয়া রূপে অভিষিক্ত হন, তিনি হয় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অথবা গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে ঋণী।[৬]

উল্লেখ্য যে, গাউসুল আযমের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে প্রদীপের একটি আলোক রশ্মির মত আর সে আলোর রশ্মি হচ্ছেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তাই গাউসুল আযমের প্রতি ঋণী হওয়া মানে প্রকৃত পক্ষে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি ঋণী হওয়া।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলী আল মুরদাতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা হযরত আবু বকর আস সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়েও এক ধাপ উপরে। কারণ তাঁর অনুসারী অসংখ্য। এবং তাঁর সময় থেকে শুরু করে পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি পর্যন্ত উচ্চ মানের সকল আধ্যাত্মিক ও দরবেশসূলভ সাধনা তাঁর মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হতে হবে। রাজাদের রাজত্বে এবং নেতাদের নেতৃত্বের ভুবনে তাঁর বলার বিষয় আছে, সার্বভৌমত্বের পৃথিবীর সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছে বিষয়টি গোপন নয়। আধ্যাত্মিক ধারার বেশির ভাগ সিলসিলা

[৩]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ: আত্ তাফহিমাতুল ইলাহিয়া, ১:১০৩।
[৪]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ: আত্ তাফহিমাতুল ইলাহিয়া, ১:১০৪।
[৫]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ: হামাআত, পৃ: ৬০।
[৬]. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ: হামা'আত, পৃ: ৬২।

হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে উদ্ভূত। তাই শেষ বিচার দিবসে উচ্চ মর্যাদা বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত আলীর দল সংখ্যার দিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে এবং তাঁদের চেহারার দীপ্তি ও উজ্জ্বল্য উপস্থিত দর্শকদের বিমোহিত করে ফেলবে।[৭]

এই আধ্যাত্মিক রত্নভাণ্ডার, যার মূল উৎস হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তাতে সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে ফাতিমা, হাসান ও হোসাইনের অংশ আছে এবং তাঁদের মাধ্যমে এই আলোকধারা প্রবাহিত হয়েছে বারো ইমামের (আধ্যাত্মিক নেতা) মধ্যে। এই ধারার শেষ প্রতিনিধি হচ্ছে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম। হযরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমন এই সার্বভৌম আধ্যাত্মিক জগতের দ্বারোদঘাটক তেমনি এর সমাপ্তকারী সীল মোহর হচ্ছেন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম।

হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্যে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন–

> –এই আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি একটি পথ হচ্ছে আউলিয়া কিরাম; আল্লাহর বন্ধুদের পথ। এই পথের রয়েছে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মধ্যস্থতার নিশ্চয়তা। এই পথে পরিভ্রমণকারী পথিক তথা আউলিয়াদের সর্বাধিনায়ক ও সর্দার হচ্ছেন হযরত আলী মরতুজা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই পদ মর্যাদা তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট।

এই পথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ মোবারক আলীর মাথার ওপর স্থাপিত এবং তাঁর মধ্যে সামিল আছেন হযরত ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। আমার বিশ্বাস তাঁর জন্মের পূর্ব থেকে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যেভাবে জন্মের পর এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যিনি এই আসমানী অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছেন তিনি এর সবকিছু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। কেননা এই পথের শেষ মনজিলের সাথে তিনি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং মনজিলের কেন্দ্রবিন্দু তাঁরই দখলে। তাঁর সময়কাল শেষ হবার পর এই মহান পদ মর্যাদা হাসান এবং হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার বরাবরে স্থানান্তরিত। পরবর্তীতে তা ১২ ইমামের প্রত্যেকের কাছে সমর্পিত ব্যক্তিগতভাবে ও বিস্তারিতভাবে।

[৭]. শাহ ইসমাইল দেহলবী: সীরাত মুসতাকীম,পৃ: ৬৭।

যাঁরাই জীবনে ও মরনে হেদায়াত লাভ করেছেন তাঁরা তা এসব দরবেশদের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। উচ্চ মর্যাদার অলি-আল্লাহদের আবাস ও আশ্রয়স্থল হচ্ছেন এ সকল ইমামগণই। (কারণ তাঁরাই সকল আধ্যাত্মিক কার্যক্রমের কেন্দ্রভূমি) আর প্রান্তসীমা সবসময় কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে থাকে।[৮]

শেখ আহমদ সরহিন্দি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বিশ্বাস, সার্বভৌম কাফেলা অথবা আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে হযরত ইমাম মেহেদি (আলাইহিস্ সালাম) হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে থাকবেন।

এই আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে, 'গদীরে খুম-এর ঘোষণা' চিরদিনের জন্য একথা সাব্যস্ত করে দিয়েছে যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব প্রকৃত পক্ষে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব। নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও আল্লাহ নতুন সঞ্চারপথ খুলে দিয়েছেন, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রহমত শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এ সঞ্চার পথের কোন কোনটি দৃশ্যমানস আর কোন কোনটি গোপন। গোপন পথ আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্বের দিকে পরিচালিত করে। এই পথের মহান মুকুটধারী প্রথম সম্রাট হচ্ছেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। পরবর্তীতে সার্বভৌমত্বের এ ধারা তাঁর প্রজন্ম এবং ১২ ইমামের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আধ্যাত্মিকতার দিগন্তে অনেক নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। কেউ তাঁর কাছ থেকে বিযুক্ত হন নি। এ ধারা শেষ দিন পর্যন্ত চলবে। এ ধারার সর্বশেষ ইমাম হবেন ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম। তিনি হবেন ১২তম ইমাম ও সর্বশেষ খলিফা। আধ্যাত্মিকতার গোপন ও প্রকাশ্য যে দুই ধারা এতদিন পাশাপাশি চলে আসছিল তাঁর মাঝে এসে সে দু'টো একীভূত হয়ে যাবে। কারণ তিনি হবেন একাধারে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি। এ দু'ধারার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে তিনিই হবেন সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব। যে কেউ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামকে অস্বীকার করবে সেই ধর্মের জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (গোপন) উভয় ধারার অস্বীকারকারীতে পরিণত হবে।

[৮]. শেখ আহমদ সরহিন্দি মকতুবাত, ৯:১৭৩/১২৩।

সেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চূড়ান্তরূপ প্রকাশ পাবে। তাই সর্বশেষ ইমামের নাম হবে 'মুহাম্মদ'। নৈতিক উৎকর্ষতায় তিনি হবেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি। তাই সমগ্র বিশ্ববাসীর জানা উচিত, তিনি হবেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর করুণাধারার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উত্তরাধিকার ধারণকারী প্রতিনিধি। তাই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ইমাম মাহদীকে প্রত্যাখ্যান করবে সে অবশ্যই অবিশ্বাসী।'

সেই সময় সকল আউলিয়া কেরামের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হবে। নবীর উম্মতের নেতা হিসেবে হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করবেন এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর ইমামতের ঘোষণা দেবেন।

অতএব, আমাদের বুঝা উচিত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মাহদী আলাইহিস্ সালাম পিতা ও পুত্র উভয়ের আল্লাহর বন্ধু ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ তাঁদের উভয়ের ব্যতিক্রম ধর্মী মর্যাদার কথা মেনে নেয়া।

মহান আল্লাহ যেন নবী পরিবারের গোলামদের যথাযথ হেদায়াত দানে ধন্য করেন, আমিন॥

মুহাম্মদ তাহির-উল-কাদেরী
নবী পরিবারের একজন গোলাম।

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ-

আমি যার মাওলা
আলীও তার মাওলা

হাদীস নং– ০১:

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ، أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾.

–হযরত শো'বাহ সালমাহ বিন কুহাইল হতে বর্ণনা করেন, আমি আবু তোফায়েল থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আবু সারিয়্যা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অথবা যায়েদ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন (বর্ণনাকারী সম্পর্কে শো'বাহর সন্দেহ) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।**[১]

শো'বাহ এ হাদিসটি মাইমুন আবু আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি যায়েদ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাত দিয়ে হাদীসটি কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

১. হাকীম, আল মুসতাদরাক (৩:১৩৪#৪৬৫২)
২. তাবারানি আল মুজমাউল কবীর (১২:৭৮#১২৫৯৩)
৩. খতিব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ (১২:৩৪৩)
৪. হায়সামী মাজমাউজ জাওয়ায়িদ (৯:১০৮)
৫. ইবনে আসাকির তারিখ দিমাসক আল কবীর (৪৫:৭৭, ১৪৪)

---

[১]. তিরমিজি হাদীসটিকে হাসান, সহীহ ও গরীব বলে তাঁর আল জামিউস সহীহ কিতাবের মানাকীব অধ্যায়ে ৬:৭৯ (৩৭১৩) উল্লেখ করেছেন।

মায়মুন আবু আবদুল্লাহর অনুসরণে শো'বাহ এটা যায়েদ বিন আকরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আহমদ বিন হাম্বল তাঁর ফাযায়েলুস সাহাবাহ (২:৫৬৯ # ১৫৯)তে, মাহামিলি আমালিতে (পৃ: ৮৫), তাবারানি আল মুযমাউল কবির-এ (৫:১৯৫,২০৪ # ৫০৭১, ৫০৯৬), ইবনে আবি আসিম আস্-সুন্নাহ-য় (পৃ: ৬০৩, ৬০৪ # ১৩৬১, ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৭, ১৩৭০), নববী তাহজিবুল আসমা ওয়াল লোগাত গ্রন্থে (পৃ: ৩১৮); ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাসক আল কবীর গ্রন্থে (৪৫:১৬৩, ১৬৪), ইবনে আসীর) আসাদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস্ সাহাবা বইতে (৬:১৩২); ইবনে কসীর আল বিদায়াহ ওয়াল নিহাইয়াহ বইতে (৫:৪৬৩) এবং আসকালানী তাযিলুল- মান ফা'আহ বইতে (পৃ: ৪৬৪ # ১২২২) এ হাদীসটি সংকলিত করেছেন।

৬. ইবনে কসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫:৪৫১)

এই হাদিসটি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে:

১. ইবনে আবি আসিম; আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০২ # ১৩৫৫)
২. ইবনে আবি শায়বা, আল মুসান্নাফ (১২:৫৯ # ১২১২১)

আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে উদ্ধৃত–

১. আবু আসিম; আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০২ # ১৩৫৪)
২. তাবারানি; আল মুজামাউল কবীর (৪:১৭৩ # ৪০৫২)
৩. তাবারানি; আল মুজামাউল আওসাত (১:২৯৯ # ৩৪৮)

সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে উদ্ধৃত–

১. ইবনে আবি আসিম, আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০২, ৬০৫ # ১৩৫৮, ১৩৭৫)
২. দিয়া মাকদিসি, আল আহাদিসুল মুখতারাহ (৩:১৩৯ # ৯৩৭)
৩. ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাস্ক আল কবীর (২০: ১১৪)

বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে উদ্ধৃত ·

১. আবদুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ (১১:২২৫ # ২০৩৮৮)
২. তাবারানি, আল মুজাম-উস-সগীর (১:৭১)
৩. ইবনে আসাকির তারিখ দিমাস্ক আল কবীর (৪৫:১৪৩)

ইবনে বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে উদ্ধৃত–

১. ইবনে আবি আসিম আস্ সুন্নাহ (পৃ: ৬০১ # ১৩৫৩)
২. ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাস্ক আল কবীর (৪৫:১৪৬)
৩. ইবনে কসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫:৪৫৭)
৪. হিন্দী কানজুল উম্মাল (১১:৬০২ # ৩২, ৯০৪)

হুবসা বিন জুনাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে উদ্ধৃত–

১. ইবনে আবি আসিম, আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০২, ১৩৫৯)
২. হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১১: ৬০৮ # ৩২,৯৪৬)

মালিক বিন হুয়াইরিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে উদ্ধৃত–

১. তাবারানি, আল মু'জামউল কবীর (১৯:২৫২ # ৬৪৬)
২. ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাস্ক আল কবীর (৪৫:১৭৭)
৩. হায়সামি মাজমাউজ জাওয়ায়িদ (৯: ১০৬)

তাবারানি হুজায়ফা বিন উসায়াদ আল গিফারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতিতে তাঁর মু'জামউল কবীর গ্রন্থে (৩:১৭৯ # ৩০৪৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আসাকির হাসান বিন হাসান-এর বরাত দিয়ে তারিখ দিমাসক আল কবির (১৫:৬০,৬১) বইতে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

আবু হুরায়রা, উমর বিন আল খাত্তাব, আনাস বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর উদ্ধৃতিতে ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাস্ক আল কবীর গ্রন্থে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন (৪৫: ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮)।

বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে ইবনে আসাকির শব্দের সামান্য রদবদল সহ হাদীসটি তাঁর তারিখ দিমাস্ক আল কবীর (৪৫:১৪৩) গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন ইয়ামিল-এর বরাত দিয়ে ইবনে আসির তার আসাদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতাসি সাহাবা গ্রন্থে (৩:১৪২) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু বুরদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বাচনিক হায়সামী তাঁর মাওয়ারিদ-উজ-জামান গ্রন্থে (পৃ: ৫৪৪ # ২২০৪) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

আসকালানী তাঁর ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিরমিজি এবং নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং অসংখ্য বর্ণনাকারী বিভিন্ন সূত্রে তা সমর্থন করেছেন।

আলবানী তাঁর রচিত সিলসিলাতুল আহাদিস ইস সহিহাহ- (৪:৩৩১ # ১৭৫০) গ্রন্থে বলেছেন এই হাদীসের বর্ণনাসূত্র বুখারী ও মুসলিম শরীকে বর্ণিত শর্তানুসারে বিশুদ্ধ।

হাদীস নং– ০২:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ﴿إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ ولي كل مُؤمن بعدِي﴾.

–হযরত ইমরান বিন হোসাইন বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- হে লোক সকল! তোমরা আলীকে নিয়ে কী করতে চাও? হে

লোক সকল! তোমরা আলীকে নিয়ে কী করতে চাও? তোমরা আলীকে নিয়ে কী করতে চাও? অতঃপর বললেন, **নিশ্চয়ই আলী আমার হতে এবং আমি আলী হতে। আমার পরে আলীই প্রত্যেক মু'মিনের অভিভাবক।**[১০]

হাদীস নং– ০৩:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي﴾، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾.

---

১০. তিরমিজি আল জামিউস সহিহ গ্রন্থের মুনাকিব অধ্যায়ে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

নাসাঈ বিশুদ্ধ সূত্রে তাঁর খাসায়িস আমীর উল মু'মিনিন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ৭৭, ৯২ # ৬৫, ৮৬) এবং আস সুনানুল কুবরা (৫:১৩২ # ৮৪৮৪); আহমদ বিন হাম্বল তাঁর ফাযায়েলুস সাহাবা (২:৬২০ # ১০৬০) গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

আহমদ ইবন হাম্বল কর্তৃক মুসনাদে বর্ণিত হাদীসটির শেষ শব্দগুলো হচ্ছে:

وَقَدْ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَقَالَ: «دَعُوا عَلِيًّا● دَعُوا عَلِيًّا● إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي● وَأَنَا مِنْهُ● وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي–

–এবং তাঁর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আলীর বিরোধিতা ছেড়ে দাও, আলীর বিরোধিতা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আলী আমা হতে, আমি আলী হতে এবং আমার পরে আলীই প্রতিটি মু'মিনের অভিভাবক।

হাকিম তাঁর আল মুসতাদরাকে (৩:১১০, ১১১ # ৪৫৭৯) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপনে মুসলিম শরীকে যে সব শর্তের উল্লেখ আছে সে শর্তাবলীর নিরিখে তিনি একে সহীহ বলেছেন অবশ্য ছাহাবী এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

ইবনে কসীরও তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে অনুরূপ শব্দাবলীসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (৫:৪৫৮)। আবু ইয়ালা আল-মুসনাদ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে (১:২৯৩ # ৩৫৫) বলেছেন এ হাদীসটির রা'বীগণ (বর্ণনা কারীগণ) বিশ্বস্ত। ইবন হাব্বানও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তায়ালিসির মুসনাদে বর্ণিত হাদীসটি এ কথাটি অতিরিক্ত আছে- مَالَهُمْ وَلِعَلِيٍّ؟ –আলীকে নিয়ে তারা কেন এত পেরেশান? হিব্বান খুবই বিশ্বস্ত সূত্র থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা সহীহ (১৫:৩৭৩, ৩৭৪ # ৬৯২৯)।

ইবনে আবি শায়বা আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে (১২:৮০ # ১২১৭০); আবু নঈম তাঁর হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়াত তাবাকাতুল আসফিয়া বইতে (৬:২৯৪); মুহিত তাবারি তাঁর আর-রিয়াদুন নাদরা ফি মানাকিব ইল আশরা বইতে (৩:১২৯); হায়সামী মাওয়ারিদুজ জামান বইতে (পৃ: ৫৪৩ # ২২০৩) এবং হিন্দি তাঁর কানজুল উম্মাল বইতে (১৩:১৪২ # ৩৬৪৪৪) এর উল্লেখ করেছেন।

–হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।' আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, 'তুমি (আলী) আমার স্থলাভিষিক্ত যেভাবে হারুন মূসার স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই।' আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি (খাইবারের যুদ্ধের সময়) 'আজ আমি এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দেব যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ভালবাসে।[১১]

হাদীস নং– ০৪:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: ﴿أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟﴾ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ﴿أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟﴾ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ﴿فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾.

–হযরত বারা বিন আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্ব সমাপন করলাম। পথিমধ্যে তিনি একটি জায়গায় উপনীত হয়ে আমাদেরকে জামাতে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি আলীর হাত ধরে বললেন, 'আমি কি মু'মিনদের জানের চাইতেও তাদের নিকটবর্তী নই?' তারা জবাব দিল, কেন নয়? তিনি বললেন, আমি কি প্রত্যেক মু'মিনের জানের চেয়েও নিকটবর্তী নই? তারা জবাব দিল, কেন নয়? তিনি বললেন, আমি যার মাওলা হই, এ'ও (আলী) তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে তার সাথে ভালোবাসা রাখে তুমি তাকে ভালোবাস এবং যে তার সাথে শত্রুতা রাখে তুমিও তার প্রতি শত্রুতা কর।[১২]

[১১]. ১. ইবনে মাজাহ তাঁর সুনান কিতাবের ভূমিকার (আল মুকাদ্দিমা) (১:৯০ # ১২১) এ সহীহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবি আসিম আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০৮ # ১৩৮৬); মিজি, তোহফাতুল আশরাফ বি মারিফাতিল আতরাফ (৩:২০৩ # ৩৯০১) এবং নাসাঈ কিছু ভিন্ন শব্দসহ খাসায়িস আমীর উল মু'মিনিন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ৩২, ৩৩ # ৯১) গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[১২]. ১. ইবনে মাজাহ তাঁর সুনান কিতাবের ভূমিকার (আল মুকাদ্দিমা) এ সহীহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (১:৮৮ # ১১৬)। ইবন কাসির তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নাহিয়া-য় (৪:১৬৮); হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল-এ (১১:৬০২

হাদীস নং– ৫:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: فَنَزَلْنَا بِغَدِيرِ خُمٍّ، قَالَ: فَنُودِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: ﴿أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ﴿أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ﴾. قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: ﴿اَللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾. قَالَ: فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: هَنِيئًا لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ–

–হযরত বা'রা বিন আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে ছিলাম। পথে গদীরে খুম নামক স্থানে আমরা যাত্রা বিরতি করি। ঘোষণা করা হলো এখানে নামায পড়া হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য দু'টি গাছের নীচে জায়গা পরিষ্কার করা হল। সেখানে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর আলীর হাত ধরে তিনি বললেন, 'তোমরা কি জাননা আমি প্রত্যেক মু'মিনের জানের চেয়েও বেশি নিকটবর্তী? তারা বলল, কেন নয়? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আলীর হাত ধরে বলেছিলেন, আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্, তুমি তাকে বন্ধু বানাও যে তাকে (আলী) বন্ধু বানায়। এবং যে তার শত্রু হয় তুমি তার শত্রু হও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর উমর (বিন আল খাত্তাব) আলীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, হে ইবনে আবি তালিব! আপনাকে অভিনন্দন, আপনি হলেন প্রতিটি বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর মাওলা প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সব সময়)।[১৩]

৩২৯০৪); ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল কবীর-এ (৪৫:১৬৭, ১৬৮) এবং আবি আসিম তাঁর আস সুন্নাহ-তে (পৃ: ৬০৩ # ১৩৬২) সংক্ষেপে এর বর্ণনা করেছেন।

[১৩]. আহমদ ইবন হাম্বল এই হাদীস (দু'টি ভিন্ন সূত্রেরর বরাতে বা'রা বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বাচনিক তাঁর আল-মুসনাদে (৪:২৮১) বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সূত্র: ইবনে আবু শায়বা, আল মুসান্নাফ (১২:

হাদীস নং– ০৬:

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ﴾.

–হযরত ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যার ওয়ালী, আলীও তার ওয়ালী।[১৪]

হাদীস নং– ০৭:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمِمْنَ ثُمَّ قَالَ: كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ، فَأَجَبْتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابُ اللهِ

৭৮ # ১২১৬৭); মুহিব তাবারি, দাখায়েরুল উকবা ফি মানাকিব দাউ আল কুবরা (পৃ: ১২৫), আর রিয়াদুন নাদরা ফি মানাকিবিল আশরাহ (৩: ১২৬, ১২৭); হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৩: ১৩৩, ১৩৪ # ৩৬৪২০); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৫:১৬৭, ১৬৮); ইবন আসির, আসাদুল গাবাহ (৪:১০৩); এবং ইবন কসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪: ১৬৯; ৫: ৪৬৪)আহমদ বিন হাম্বল তাঁর ফাজায়িলুস সাহাবাহ (২:৬১০ # ১০৪২) বইতে উমর বিন আল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাতে হাদীসটিতে নিম্নোক্ত শব্দগুলো যোগ করেছেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ● وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ● وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ' قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ: «أَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ

–হে আল্লাহ্! তুমি তার (আলীর) শত্রুর শত্রু হও, যে তাকে সাহায্য করে তুমি তার সাহায্যকারী হও, যে তাকে ভালবাসে তুমিও তাকে ভালবাস। 'শু'বাহ-র বর্ণনা মতে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তুমিও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর।

'মানাভী তাঁর ফায়েজুল কবীর (৬: ১২৭) বইতে লিখেছেন: যখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলেন– 'আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা'– তখন তাঁরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে বললেন, 'আপনি প্রত্যেক বিশ্বাস, নর ও নারীর মাওলা, সকাল এবং সন্ধ্যায় (সব সময়ের জন্য)।দাহাবী তাঁর সিয়ার আ'লাম-ইন-নুবালা (২: ৬২৩, ৬২৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: هَنِيئًا لَكَ يَا عَلِيُّ –হে আলী, (আপনাকে) অভিনন্দন!'

[১৪]. ১. আহমদ ইবন হাম্বল আল মুসনাদ (৫:৩৬১) ও ফাজায়িলুস সাহাবা (২:৫৬৩ # ৯৪৭) গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সূত্র: ইবন আবি আসিম, আস-সুন্নাহ (পৃ: ৬০১, ৬০৩ # ১৩৫১, ১৩৬৬); হাকিম, আল মুসতাদরাক (২: ১৩১ # ২৫৮৯); ইবন আবি শায়বা, আল মুসান্নাফ (১২: ৫৭ # ১২১১৪); তাবারানি, আল মু'জামউল কবীর (৫: ১৬৬ # ৪৯৬৮), আল মু'জামউল আওসাত (৩: ১০০, ১০১ # ২২০৪); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫: ১৪৩), হায়সামী, মাজমাউস যাওয়াইদ (৯:১০৮) এবং হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১১: ৬০২ # ৩২৯০৫)।হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল (১৫:১৬৮, ১৬৯ # ৩৬৫১১) কিতাবে শব্দের সামান্য রদবদল সহ ইবন রাহাওয়াহ ও ইবন জরীর এর বরাত দিয়ে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ﴾ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: ﴿مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾.

–হযরত যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পথে গদীরে খুমে অবস্থান করছিলেন। তিনি একটি শামিয়ানা টাঙাতে বললেন। যথারীতি তা করা হলো। অতঃপর তিনি বলেন, শ্রীঘ্রই বোধ হয় আমাকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। আমি তা মেনে নিয়েছি। সত্যিই আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ রেখে যাচ্ছি। গুরুত্বের দিক দিয়ে এটির একটি অন্যটিকে ছাড়িয়ে গেছে। একটি আল্লাহর কিতাব অন্যটি আমার বংশধর। আমার পরে এ দুটোর সাথে তোমরা কী ধরনের আচরণ কর তা এখন দেখার বিষয়। এ দুটোর একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। হাউজে কাওসারের সন্নিকটে এ দুটো আমার কাছে উপস্থিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার মাওলা এবং সকল বিশ্বাসী মানুষের মাওলা। অতঃপর তিনি আলীর হাত ধরে বললেন, আমি যার মাওলা আলী তার ওয়ালী। হে আল্লাহ্! যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব কর, যে তার সাথে শত্রুতা করে তুমিও তার সাথে শত্রুতার সম্পর্ক রাখ।[১৫]

হাদীস নং– ০৮:

عَنِ ابْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عِنْدَ شَجَرَاتٍ خَمْسِ دَوْحَاتٍ

[১৫]. ১. হাকিম তাঁর মুসতাদরাক (৩: ১০৯ # ৪৫৭৬) কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সূত্র: নাসাঈ, আস সুনান-উল-কুবরা (৫:৪৫, ১৩০ # ৮১৪৮, ৮৪৬৪); তাবারানি, আল্ মু'জামউল কবীর (৫: ১৬৬ # ৪৯৬৯)। ইবনে আবি আসিম তার আস্-সুন্নাহ (পৃ: ৬৪৪ # ১৫৫৫) গ্রন্থে হাদীসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। নাসাঈ বিশ্বস্ত সূত্রে হাদীসটি তাঁর খাসায়িস আমীর-উল-মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব গ্রন্থে (পৃ: ৮৪, ৮৫ # ৭৬) বর্ণনা করেছেন। আবু মাহাসিন তাঁর গ্রন্থ আল মু'তাসার মিনাল মুখতাসার মিন মাসকালিল আসার (২:৩০১)-এ হাদীসটি নকল করেছেন।

عِظَامٍ، فَكَنَسَ النَّاسُ مَا تَحْتَ الشَّجَرَاتِ، ثُمَّ رَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمَا، وَهُمَا: كِتَابُ اللهِ، وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِيثُمَّ قَالَ: ﴿أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾.

–বর্ণিত আছে যে, হযরত ওয়াসিলা যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী এক স্থানে ঘন সন্নিবিষ্ট পাঁচটি গাছের নীচে শিবির স্থাপন করেছিলেন। লোকজন গাছের নিম্নবর্তী স্থানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নিল এবং তিনি সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। এরপর সালাত আদায় করে লোকজনের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, শ্রোতাদের কিছু উপদেশ দিলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছিলেন তা তিনি বললেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দুটো জিনিষের অনুসরণ করবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ধ্বংস হবে না। এ দুটো জিনিষ হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব ও আমার বংশধর। অতঃপর যোগ করলেন, তোমরা কি জান না আমি বিশ্বাসীদের জানের চাইতেও অধিকতর নিকটে? তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। সকলেই বলল, হাঁ। অতঃপর বললেন, 'আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।[১৬]

[১৬]. ১. সূত্রঃ হাকিম, আল মুসতাদরাক (৩: ১০৯, ১১০ # ৪৫৭৭); হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১: ৩৮১ # ১৬৫৭); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল কবীর (৪৫: ১৬৪) ও ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৬৮)।

হাদীস নং– ০৯:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرِ خُمٍّ أَمَرَ بِدُوحٍ فَكُسِحَ فِي يَوْمٍ مَا أَتَى عَلَيْنَا يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ حُرًّا مِنْهُ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ مَا عَاشَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ كِتَابَ اللهِ﴾ ثُمَّ قَامَ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟﴾ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾.

–হযরত যায়দ বিন আকরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে বের হয়ে গদীরে খুম পর্যন্ত পৌছলাম। তিনি সেখানে একটা শামিয়ানা টানাতে বললেন। তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল আর দিনের তাপমাত্রাও ছিল বেশি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক নূতন নবীকে তাঁর পূর্ববর্তী নবীর চেয়ে অর্ধেক হায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমার মনে হচ্ছে শীঘ্রই আমার ডাক আসবে, তা আমাকে মেনে নিতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যা তোমাদেরকে ধ্বংস হতে দেবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আলীর হাত ধরলেন এবং বললেন, 'হে লোক সকল! কে সে যে তোমাদের জানের চেয়েও অধিকতর নিকটবর্তী? সবাই বলল, 'আল্লাহ সুবহানু তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এ বিষয়ে ভাল জানেন।' (তারপর বললেন), আমি কি তোমাদের জানের চেয়ে নিকটতর নই? তারা বলল, কেন নয়? তিনি বললেন, 'আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।[১৭]

[১৭]. বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাকিম মুসতাদরাকে (৩:৫৩৩ # ৬২৭২) এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। দাহাবীও এর সহীহ হওয়াকে নিশ্চিত করেছেন। অন্যান্য সূত্রঃ তাবরানি, আল মু'জামউল কবীর (৫:১৭১, ১৭২) এবং হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১১:৬০২ # ৩২৯০৪)।

হাদীস নং– ১০:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَلاَثُ خِصَالٍ لَأَنْ يَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي﴾ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾.

– হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর তিনটি গুণের কথা বলতে শুনেছেন। এর কোন একটি যদি আমার থাকত তাহলে সেটা আমার কাছে লাল লাল উটের চেয়েও অধিকতর প্রিয় হত। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'মূসার কাছে হারুন যেমন আমার কাছে আলীও তেমন, কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই।' এবং আমি তাঁকে (আরো) বলতে শুনেছি, 'আজ আমি এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দেব যে আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ সুবহানু তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে ভালবাসেন। এবং আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।[১৮]

হাদীস নং– ১১:

عَنْ سُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابن نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ وَقَالَ ذُكِرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

[১৮]. নাসাঈ সহীহ বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি তাঁর খাসায়িস আমীরুল মু'মেনীন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ৩৩, ৩৪, ৮৮ # ১০, ৮০) বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সূত্র: হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৫: ১৬৩ # ৩৬৪৯৬) আমীর বিন সা'দ সূত্রে সামান্য রদবদল সহ।
শামী আমীর বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সূত্রে আল-মুসনাদে (১: ১৬৫, ১৬৬ # ১০৬) এর বর্ণনা দিয়েছেন। ইবনে আসাকির, আমীর বিন সাদ ও সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সূত্রে দিমাসক আল কবীর-এ।

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُذْكَرُ عَلِيٌّ عِنْدَكَ إِنَّ لَهُ لمناقب أربع لأَنْ يَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ حُمْرَ النَّعَمِ قَوْلُهُ: ﴿لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ﴾ وَنَسِيَ سُفْيَانُ الرَّابِعَةَ.

–হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রশংসায়) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরাত দিয়ে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর চারটি গুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, যদি আমার অনুরূপ একটি গুণও থাকত তা আমার কাছে অমুক অমুক জিনিষ এমনকি উট থেকেও প্রিয়তর হত। (যে চারটি গুণ ছিল নিম্নরূপ) (প্রথম গুণ) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে (খাইবার যুদ্ধ উপলক্ষে); (দ্বিতীয় গুণ) তাঁর সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা (তাঁরা দু'জন পরস্পর সম্পর্কিত), তাঁরা দু'জন হারুন ও মূসার মত (যেভাবে সম্পর্কিত ছিলেন) (তৃতীয় গুণ): নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা যে, তিনি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। (পরবর্তী রা'বী) সুফিয়ান বিন উয়াইনা চতুর্থ গুণটির কথা ভুলে গেছেন।[১৯]

হাদীস নং– ১২:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَأَتَاهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عَلِيٍّ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَأَنْ يَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ»، ﴿وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى﴾، ﴿وَلَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ﴾.

[১৯]. ইবন আবি আসিম আসসুন্নাহ (পৃ: ৬০৭ # ১৩৮৫) গ্রন্থে এবং দিয়া মাকদিসি তাঁর আল-আহাদীসুল মুখতারা (৩: ১৫১ # ৯৪৮) গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।আহমদ বিন হাম্বল হাসান সূত্রে ফাজায়িলুস সাহাবা (২: ৬৪৩ # ১০৯৩) পুস্তকে এ হাদীসের বর্ণনা করেছেন। ইবন আসাকির সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে তারিখ দিমাসক আল কবীরে (৪৫:৮৯, ৯১) চারটি বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।

–হযরত আবদুর রহমান বিন সাবিত (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায়) বর্ণনা করেন, সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলীর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে শুনেছি। যদি এর একটি বৈশিষ্ট্যও আমার থাকত তাহলে আমি পৃথিবী ও এর মধ্যস্থিত সমুদয় বস্তু থেকেও তা বেশি প্রিয় গণ্য করতাম। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি যার মাওলা (আলীও তার মাওলা), এবং মূসার কাছে হারুন যেমন, আমার কাছে তুমিও তেমন, এবং আমি তোমার হাতে পতাকা তুলে দেব (যে আল্লাহ সুবহানু তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বন্ধু এবং আল্লাহ সুবহানু তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার বন্ধু।[২০]

হাদীস নং– ১৩:

رِفَاعَةُ بْنُ إِيَاسٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَبَعَثَ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنِ الْقَنِي فَأَتَاهُ طَلْحَةُ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللهَ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ يَقُولُ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلِمَ تُقَاتِلُنِي؟ قَالَ: لَمْ أَذْكُرْ، قَالَ: فَانْصَرَفَ طَلْحَةُ-

–হযরত রিফায়া বিন আয়ায তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জামালের যুদ্ধে আমরা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে সংবাদ পাঠালে তিনি এসে উপস্থিত হন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে বলি, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছে, 'আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ এবং তার শত্রুর শত্রু হও।' তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ! আলী

[২০]. ইবনে আবি আসিম, আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০৮ # ১৩৮৬); ইবনে আবি শায়বা, আল মুসান্নাফ (১২:৬১ # ১২১২৭); দিয়া মাকদিসি, আল-আহাদিসুল মুখতারাহ (৩:২০৭ # ১০০৮); তিনি একে সহীহ বলেছেন। ইবন আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল কবীর গ্রন্থে (৪৫: ৮৮, ৮৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তাহলে কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ?' তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমার সেকথা মনে ছিলনা। বর্ণনাকারী বলেন, (অতঃপর) তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ফিরে যান।[২১]

হাদীস নং– ১৪:

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَلَمَّا قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ فَجَعَلَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ : أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

–হযরত বুরাইদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়েমেনের যুদ্ধে আমি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে অংশগ্রহণ করি। তাঁর বিরুদ্ধে আমার একটি অভিযোগ ছিল। যুদ্ধ থেকে ফিরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দেখা করি। আমি বললাম, আলী অবান্তর কথা বলেছেন। এতে আমি দেখলাম তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে ওঠছে। তিনি বললেন, 'হে বুরাইদ! আমি মু'মিনদের জানের চাইতেও কি কাছের নই? আমি বললাম, কেন নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, 'আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।'[২২]

[২১]. হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাক (৩:৩৭১ # ৫৫৯৪) গ্রন্থে, বায়হাকী তাঁর আল ইতিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবিলির রিসাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস (পৃ: ৩৭৩) গ্রন্থে, ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল কবীর (২৭:৭৬) গ্রন্থে, হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১১: ৩৩২ # ৩১৬২২) গ্রন্থে এবং হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯: ১০৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাজ্জার নাদির হতে এ বর্ণনা দিয়েছেন।

[২২]. আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ (৫:৩৪৭) ও ফাযায়িলুস সাহাবা (২:৫৮৪, ৫৮৫ # ৯৮৯) নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা (৫: ১৩০ # ৮৪৬৫), খাসায়িস আমীরুল মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ৮৬ # ৭৮) ও ফাযায়িলুস সাহাবা (পৃ: ১৪ # ৪২); হাকিম, আল মুসতাদরাক (৩:১১০ # ৪৫৭৮); ইবনে আস শায়বা, আল-মুসান্নাফ (১২:৮৪ # ১২১৮১); ইবন আবি আসিম, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী (৪:৩২৫, ৩২৬); শা'শী, আল-মুসনাদ (১: ১২৭); তাবারানি, আল মু'জামউল আওসাত (১: ২২৯ # ৩৪৮); মুহিব তাবারি, আর-রিয়াদ-উন-নাদরা ফি মানাকিব-ইল-আশরা (৩:১২৮); আবু উলা, তোহফাতুল আহওয়াদি (১০: ১৪৭); আবু নুয়াম, হিল ইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত-উল- আসফিয়া (৪:২৩); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৪২, ১৪৬–৮); এবং হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৩: ১৩৪ # ৩৬৪২২)ইবনে কসীর তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে (৪: ১৬৮; ৫: ৪৫৭) বলেন, নাসাঈ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ, বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত এবং রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

হাদীস নং– ১৫:

عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ: وَادِي خُمٍّ، فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّاهَا بِهَجِيرٍ، قَالَ: فَخَطَبَنَا وَظُلِّلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ عَلَى شَجَرَةٍ سَمُرَةٍ مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: ﴿أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَوَ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ، أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟﴾ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ﴿فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَوَالِ مَنْ وَالَاهُ﴾.

–হযরত মায়মুন আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছেন, 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একটা উপত্যকায় অবতরণ করি, উপত্যকাটির নাম খুম। তিনি তীব্র গরমের মধ্যে লোকদের একত্রিত হয়ে জামাতে সালাত আদায়ের আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি ভাষণ দিলেন। সূর্যের তেজ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার জন্য গাছের সাথে একটা কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, তোমরা কি জাননা অথবা এ কথার সাক্ষ্য দাওনা যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জানের চেয়ে আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী? লোকজন বলল, কেন নয়? তিনি তখন বললেন, আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্! যে আলীর শত্রু হয় তুমি তার শত্রু হও, তুমি তাকে বন্ধু কর যে আলীকে বন্ধু করে।[২৩]

[২৩]. আহমদ বিন হাম্বল হাদীসটি তার মুসনাদে, (৪:৩৭২); বায়হাকী তাঁর আস সুনানুল কুবরায় (৫:১৩১); হায়সামী তাঁর মাজমা-উজ-জাওয়াইদে (৯:১০৪); ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল কবীরে (৪৫:১৬৬) এবং হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল-এ (১৩: ১৫৭ # ৩৬৪৮৫) হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।ভিন্ন সূত্রে তাবারানি তাঁর আল-মু'জামউল কবীর-এ (৫:১৯৫ # ৫০৬৮) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।ইবনে কসির তাঁর বিদায়া ওয়ান নিহায়া পুস্তকে এর (৪: ১৭২) সূত্র পরম্পরাকে জাইয়িদ (চমৎকার) ও রাবীদের বলেছেন বিশ্বস্ত।

হাদীস নং– ১৬:

عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ خَتَنًا لِي حَدَّثَنِي عَنْكَ بِحَدِيثٍ فِي شَأْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِّي بَأْسٌ، قَالَ: نَعَمْ كُنَّا بِالْجُحْفَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ظُهْرًا وَهُوَ آخِذٌ بِعَضُدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟﴾ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ﴿فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾ . قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُخْبِرُكَ كَمَا سَمِعْتُ﴾.

–হযরত আতিয়া আল আওফি কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে বললাম, আমার একজন জামাতা আছে যে আপনার বর্ণনার ভিত্তিতে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রশংসাসূচক 'গদীরে খুম'-এর দিন সংশ্লিষ্ট একটি হাদীস বয়ান করে। আমি সেটা আপনার কাছ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তুমি হলে ইরাকের অধিবাসী। অভ্যাসে অনড় থাকাই তোমাদের বৈশিষ্ট্য। আমি বললাম, আপনি এ বিষয়ে আমার তরফ হতে বিরূপ কোন আচরণ পাবেন না। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, যোহরের নামাযের সময় আমরা জুহফা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! তোমরা কি জান না আমি একজন মু'মিনের জানের চাইতেও তার অধিকতর নিকটবর্তী? তারা বলল, কেন নয়? অতঃপর তিনি বললেন, আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।

আতিয়া বলেন, আমি আরো জানতে চাইলাম, তিনি কি একথাও বলেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার বন্ধু হও যে আলীর বন্ধু হয়, তার শত্রু হও যে আলীর শত্রু হয়? যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি যা শুনেছি তোমাকে তার সবটুকু বলেছি।[২৪]

[২৪]. আহমদ বিন হাম্বল তাঁর আল-মুসনাদে (৪:৩৬৮) ও ফাযায়িলুস সাহাবা পুস্তকে (২:৫৮৬ # ৯৯২); তাবারানি তাঁর আল মু'জামউল কবির গ্রন্থে (৫:১৯৫ # ৫০৭০) ইবন আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল

হাদীস নং– ১৭:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ خُمٍّ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ–

–হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা জুহফার গদীরে খুমে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন, অতঃপর আলীর হাত ধরে বললেন, 'আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা।[২৫]

হাদীস নং– ১৮:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بِحُفْرَةِ الشَّجَرَةِ بِخُمٍّ، وَهُوَ آخُذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ رَبُّكُمْ؟﴾ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ﴿أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟﴾ قَالُوا: بَلَى. ﴿وَأَنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ مَوْلَاكُمْ؟﴾ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ﴿فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلَاهُ﴾.

কবীর-এ (৪৫:১৬৫) এবং হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল কিতাবে (১৩:১০৫ # ৩৬৩৪৩) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।নাসাঈ তাঁর খাসায়িস আমীরুল মুমেনীন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ৯৭ # ৯২) গ্রন্থে সা'দের সূত্রে শব্দের কিছু তারতম্য সহকারে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯:১০৭) গ্রন্থে এর সূত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাজ্জার এটার বর্ণনাকারী। এর রাবীগণ বিশ্বস্ত।মায়মুন আবু আবদুল্লাহ বলেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে যায়দ বিন আরকাম হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল (১৩: ১০৪, ১০৫ # ৩৬৩৪২) কিতাবে এর পুনরুল্লেখ করেছেন।

[২৫]. ইবন আবি শায়বা তাঁর আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে (১২:৫৯ # ১২১২১); হিন্দি কানযুল উম্মাল-এ (১৩: ১৩৭ # ৩২৪৩৩); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৬৯, ১৭০, ১৭২) কিতাবে এর উল্লেখ করেছেন। ইবন কসীর তাঁর বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৭৩) পুস্তকে লিখেছেন দাহাবী হাদীসটির 'হাসান' বলেছেন।দাহাবী, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আকিল- এর বরাত দিয়ে সিয়ার আ'লাম-ইন-নুবালা (৭:৫৭০, ৫৭১) হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। যিনি বলেন, আলী বিন হুসাইন, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া, আবু জাফর এবং আমি জাবিরের বাড়িতে ছিলাম। দাহাবী বলেন, হাদীসটির বয়ান ধারাবাহিক।

–হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আলীর হাত ধরেছিলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! তোমরা কি একথার সাক্ষ্য দাও না যে আল্লাহ সুবহানু তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জানের চেয়েও নিকটতর?' তারা জবাব দিল, কেন নয়? (অতঃপর তিনি যোগ করলেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাওনা যে,) আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলা ও তাঁর রাসূল তোমাদের মাওলা? তারা বলল, কেন নয়? তিনি বললেন, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।[২৬]

হাদীস নং– ১৯:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: لَمَّا صَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَهَى أَصْحَابَهُ عَنْ شَجَرَاتٍ بِالْبَطْحَاءِ مُتَقَارِبَاتٍ أَنْ يَنْزِلُوا تَحْتَهُنَّ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِنَّ فَقُمَّ مَا تَحْتَهُنَّ مِنَ الشَّوْكِ، وَعَمَدَ إِلَيْهِنَّ فَصَلَّى تَحْتَهُنَّ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ نَبَّأَنِيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَّهُ لَمْ يُعَمَّرْ نَبِيٌّ إِلَّا نِصْفَ عُمْرِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَنِّي يُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي مَسْئُولٌ، وَإِنَّكُمْ مَسْئُولونَ، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟﴾ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَجَاهَدْتَ وَنَصَحْتَ، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَالَ: ﴿أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌّ وَنَارَهُ حَقٌّ، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ؟﴾ قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ

---

[২৬]. ইবন আবি আসিম তাঁর আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০৩ # ১৩৬০) পুস্তকে; ইবন আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৬১, ১৬২) পুস্তকে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল (১৩:১৪০ # ৩৬৪৪১) পুস্তকে বলেন, ইবন রাওয়াহা, ইবন জরীর, ইবন আসিম এবং মাহামিলি 'আমালী'-তে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে বলেছেন সহীহ।

بِذَلِكَ. قَالَ: «اللهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ قَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ مَوْلَايَ، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ - يَعْنِي عَلِيًّا - اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، حَوْضٌ أَعْرَضُ مَا بَيْنَ بُصْرَى وَصَنْعَاءَ، فِيهِ عَدَدُ النُّجُومِ قِدْحَانٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، الثَّقَلُ الْأَكْبَرُ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ لَا تَضِلُّوا وَلَا تَبَدَّلُوا، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَإِنَّهُ نَبَّأَنِيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَّهُمَا لَنْ يَنْقَضِيَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ﴾.

–হযরত হুজাইফা বিন উসায়েদ আল গিফারি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে লোক সকল! অতি উঁচু স্তরের বিশ্বস্ত সূত্র হতে আমি জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ সুবহানু তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর পূর্ব সূরীর তুলনায় অর্ধেক হায়াত দিয়েছেন এবং আমি আশঙ্কা করি যে, অতি শীঘ্রই আমার ডাক আসবে এবং আমাকে তা মেনে নিতে হবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে (আমার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে) এবং তোমাদেরকেও জিজ্ঞাসাবদ করা হবে (আমার সম্পর্কে) তোমরা তখন কী বলবে (এ বিষয়ে)? তারা বলল, আমরা এই সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের ঈমান ও পূণ্যময় কর্মাদি শিক্ষা দিতে আপনি কঠোর কঠিন পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ আপনাকে অতি উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। তিনি বললেন, তোমরা কি এ কথার সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, বেহেশত দোযখ সত্য, মৃত্যুর পর জীবন সত্য, বিচার দিবস সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং আমাদেরকে কবর হতে আবার উঠানো হবে? সবাই জবাব দিল: কেন নয়? আমরা সবাই এ সবকিছুর সাক্ষী। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি (আবার) বললেন, হে লোক সকল!

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু আর আমি (তোমাদের) বিশ্বাসীদের সবার মাওলা এবং তোমাদের জানের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ আপনি তাকে বন্ধু করুন যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তার সাথে শত্রুতা করুন যে আলীল সাথে শত্রুতা রাখে। হে লোক সকল! আমি তোমাদের পূর্বেই চলে যাব এবং হাউজে কাওসারের নিকটে তোমার আমার সাথে মিলিত হবে। বসরা এবং সানার দূরত্বের চেয়েও এই হাউজ অধিক প্রশস্ত। এর রয়েছে রূপার পানপাত্র যা তারকার চাইতেও বড়। তোমরা যখন আমার কাছে আসবে, তখন আমি দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আমার অবর্তমানে এ দুটোর সাথে কী ধরনের আচরণ করা হয়েছে তা দেখা হবে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। এর একটা দিক আছে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আরেকটা দিক মানুষের সাথে। যদি তোমরা এটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক তাহলে তোমরা কখনো ধ্বংস হবেনা এবং (সত্য থেকে) বিচ্যুতও হবে না। এবং (দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় হচ্ছে আমার বংশধর। অর্থাৎ আমার পরিবারের সদস্যগণ। (আহলে বাইত) তাদের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাক। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের তরফ হতে আমাকে জানানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই এ দুটো কখনো সত্য হতে বিচ্যুত হবে না এবং তারা হাউজে কাউসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।[২৭]

হাদীস নং– ২০:

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: شَهِدْنَا الْمَوْسِمَ فِي حَجَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَبَلَغْنَا مَكَانًا يُقَالُ لَهُ غَدِيرُ خُمٍّ فَنَادَى: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعْنَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَنَا، فَقَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسِ بِمَ تَشْهَدُونَ؟﴾ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ لَا

[২৭]. তাবারানি তাঁর মু'জামউল কবির (৩:৬৭, ১৮০, ১৮১ # ২৬৮৩, ৩০৫২; ৫: ১৬৬, ১৬৭ # ৪৯৭১) কিতাবে; হায়সামী তণ্বার মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯: ১৬৪, ১৬৫) কিতাবে; ইবন আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল-কবির (৪৫:১৬৬, ১৬৭) গ্রন্থে, ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫:৪৬৩) কিতাবে এবং হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল (১: ১৮৮, ১৮৯ # ৯৫৭, ৯৫৮) কিতাবে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইবন আসাকির হাদীসটি সা'দ এর বরাতে তাঁর তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৬৯) কিতাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: ﴿ثُمَّ مَهْ؟﴾ قَالُوا: وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: «فَمَنْ وَلِيُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَانَا، قَالَ: ﴿مَنْ وَلِيُّكُمْ؟﴾ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى عَضُدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَقَامَهُ فَنَزَعَ عَضُدَهُ، فَأَخَذَ بِذِرَاعَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ يَكُنِ اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَيَاهُ، فَإِنَّ هَذَا مَوْلَاهُ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اللهُمَّ مَنْ أَحَبَّهُ مِنَ النَّاسِ فَكُنْ لَهُ حَبِيبًا، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَكُنْ لَهُ مُبْغِضًا-

-হযরত জরির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বিদায় হজ্ব উপলক্ষে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আমরা গাদীরে খুম নামে একটি জায়গায় উপনীত হই। জামাতে নামায আদায় করার জন্য আযান দেয়া হলে (মক্কার) মুহাজির ও (মদীনার) আনসারগণ সমবেত হল। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। 'হে লোক সকল! তোমরা সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি বললেন, 'অতঃপর কী?' তারা বলল, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।' তিনি বললেন, 'কে তোমাদের অভিভাবক?' তারা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। আবার বললেন: কে তোমাদের ওয়ালী? তখন তিনি আলীকে হাত ধরে উঠালেন এবং তার উভয় হাত ধরে বললেন, এ হল তার মাওলা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যার মাওলা। হে আল্লাহ! আপনি তার বন্ধু হোন যে আলীর বন্ধু হয়, তার শত্রু হোন, যে আলীর শত্রু হয়। হে আল্লাহ! তাকে ভালবাসুন লোকদের মধ্যে যে তাকে (আলীকে) ভালবাসে। আর বিদ্বেষ রাখুন তার প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করে আলীর প্রতি।[২৮]

[২৮]. তাবারানি তাঁর মু'জামউল কবীর (২: ৩৫৭ # ২৫০৫) কিতাবে; হায়সামী মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯:১০৬) কিতাবে, ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল কবীর (৪৫:১৭৯) কিতাবে এবং হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল (১৩:১৩৮, ১৩৯ # ৩৬৪৩৭) কিতাবে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

হাদীস নং- ২১:

عَنْ عَمْرِو بْنِ ذِي مَرٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَا: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ-

-হযরত আমর বিন জিমুর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং যায়দ বিন আরকাম বর্ণনা করেছেন যে, গাদীর খুম এর দিনে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা।' হে আল্লাহ! আপনি তার বন্ধু হোন, যে তার (আলীর) বন্ধু হয়, তার শত্রু হোন যে তার (আলীর) বন্ধু হয়, তার শত্রু হোন যে তার (আলীর) শত্রু হয়। এবং তাকে সাহায্য করে যে তাকে (আলীকে) সাহায্য করে।[২৯]

হাদীস নং- ২২:

পন্ডিত এবং হাদীস বিশারদগণ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ -'আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের পরিপূর্ণ করে দিলাম'[৩০] আয়াতের আলোকে নিম্ন বর্ণিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْرًا، وَهُوَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: ﴿أَلَسْتُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ؟﴾ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ﴾، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ

[২৯]. তাবারানি তাঁর আল মু'জামাউল কবীর (৫:১৯২ # ৫০৫৯) কিতাবে; হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯:১০৪, ১০৬) কিতাবে, হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল (১১:৬০৯ # ৩২৪৯৬) কিতাবে এবং ইবন কাছির তাঁর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৭০) কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।আমর জিমুর-এর বরাত দিয়ে নাসাঈ তাঁর খাসায়িস আমীরুল মুমেনিন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ১০০, ১০১ # ৯৬) কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

[৩০]. আল কুরআন: আল মায়িদা-৫:৩।

الْخَطَّابِ: بَخٍ بَخٍ لَكَ يَابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ مَوْلايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾.

–হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), যে ব্যক্তি ১৮ জ্বিলহজ্বের দিনে রোজা রাখে সে ৬০ মাস রোজা রাখার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। এদিনটি গদীরে খুমের দিন। সেদিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী বিন আবি তালিবের হাত ধরে বলেছিলেন, আমি কি মু'মিনদের ওয়ালী নই? লোকজন বলল, কেন নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। একথা শুনে উমর বিন আল খাত্তাব বললেন, হে ইবন আবি তালিব আপনাকে অভিনন্দন। আপনি আমার মাওলা এবং মাওলা প্রত্যেক মুসলিমের। এরপর ওহী নাযিল হল, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে (দ্বীনকে) পরিপূর্ণ করে দেয়া হল।[৩১]

হাদীস নং– ২৩:

ইমাম রাযী يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ –'হে (সম্মানিত) নবী! আপনার প্রভূর তরফ হতে আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন (লোকজনের নিকট পুরোপুরি)'[৩২] আয়াতটি নাযিলের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন–

نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: ﴿ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ﴾ فَلَقِيَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: هَنِيئًا لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ

[৩১]. খতিব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী-এ (৮:২৯০) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সূত্র: ওয়াহিদী, আসহাব উন নুযুল (পৃ: ১০৮) রাযী, আত তাফসিরুল কবীর (১১:১৩৯) ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫: ১৭৬, ১৭৭); ইবন কাছির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫:৪৬৪) এবং তাবারানি, আল-মু'জামাউল আওসাত (৩:৩২৪)আবু সাঈদ আল খুদুরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাত দিয়ে ইবন আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল কবীর (৪৫:১৭৯) কিথাবে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।সুয়ূতী তাঁর আদ দুররুল মনসুর ফিত-তাফসির বিল মা'নছুর (২:৫৯) কিতাবে বর্ণনা করেছেন ৫:৩ আয়াতটি গদীরে খুমের দিনে নাযিল হয়েছ যেদিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ –আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।

[৩২]. কুরআন-আল মায়িদা (৫:৬৭)

أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ–

–উক্ত আয়াত আলী বিন আবি তালিব (আলাইহিস্ সালাম)-এর মর্যাদা প্রকাশার্থে নাযিল হয়েছে। যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর হাত ধরলেন এবং বললেন, 'আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তার বন্ধু হোন যে আলীর বন্ধু হয় এবং তার শত্রু হোন যে আলীর শত্রু হয়। এর পর পর উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'হে ইবনে আবি তালিব! আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, এখন আপনি আমার মাওলা, এবং আপনি মাওলা প্রত্যেক বিশ্বাসী নর ও নারীর। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, বা'রা বিন আযিব এবং মুহাম্মদ বিন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

হাদীস নং– ২৪:

অধিকাংশ হাদীস বিশারদ পবিত্র কুরআনের إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ –'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে ও রুকু করে (বিনয় সহকারে আল্লাহর সমীপে)'[৩৪] আয়াতের আলোকে (উক্ত) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، يَقُولُ: وَقَفَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَائِلٌ، وَهُوَ رَاكِعٌ فِي تَطَوُّعٍ فَنَزَعَ خَاتَمَهُ، فَأَعْطَاهُ السَّائِلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

[৩৩]. রাযী তাঁর তাফসিরুল কবীর (১২:৪৯,৫০) কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।ইবন আবি হাতিম তার তাফসিরুল কুরআনিল আযিম (৪:১১৭২ # ৬৬০৯) কিতাবে আতিয়া আল আওফি থেকে আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসটি নকল করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আয়াত শরীফটি (৫:৬৭) যে আলী বিন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রশংসায় নাযিল হয়েছে তা উল্লেখ করা। অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। ক. ওয়াহিদি, আসবাব উন নুযুল (পৃ: ১১৫) খ. সুয়ূতি, আদ দুররুল মনসুর ফিত তাফসির বিল মা'ছুর (পৃ: ২:২৯৮) গ. আলুসী, রুহুল মাআনী (৬:১৯৩) ঘ. শাওকানী, ফতহুল কাদীর (২:৬০)।

[৩৪]. আল কুরআন: সূরা আল মায়িদা: ৫:৫৫।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: [إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ] ﴿المائدة: ٦٦﴾ ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾.

–আমর বিন ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, একবার একজন ভিক্ষুক হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে আসে এবং তাঁর পাশে দাঁড়ায়। তিনি তখন নামাজে রুকু অবস্থায় ছিলেন। ভিক্ষুকটি তাঁর আংটিটি খুলে নেয়। আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ভিক্ষুককে আংটিটি দিয়ে দেন। অতঃপর আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হন এবং সে ঘটনার কথা জানান। এই অবস্থায় আয়াতটি নাযিল হয়: –'নিশ্চয় তোমাদের (সাহায্যকারী) বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং (তাঁদের সাথে) মু'মিনগণ যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং (বিনীত চিত্তে আল্লাহকে) রুকু করে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত শরীফটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! তুমি তাকে বন্ধু বানাও যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তার শত্রু হও যে তাঁর (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর) সাথে শত্রুতা করে।[৩৫]

[৩৫]. তাবারানি তাঁর মু'জামউল আওসাত, (১৭:১২৯, ১৩০ # ৬২২৮); আল-মু'জাম-উল কবীর (৪:১৭৬ # ৪০৫৩: ৫:১৯৫, ২০৩; ২০৪ # ৫০৬৮, ৫০৬৯, ৫০৯২, ৫০৯৭) এবং আল মু'জামউস সগীর (১:৬৫) কিতাব সমূহে এর উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য সূত্র: আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ (১:১১৯ # ৪:৩৭২), হাকিম, আল মুসতাদরাক (৩:১১৯, ৩৭১ # ৪৫৭৬, ৫৫৯৪); দিয়া মাকদিসি আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (২:১০৬, ১৭৪ #৪৮০, ৫৫৩); হায়সামী, মাজমাউজ জাওয়াইদ (৭:১৭), মাওরিদুজ্জামান (পৃ: ৫৪৪ # ২২০৫); ইবন আসির, আসাদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা (২:৩৬২, ৩:৪৮৭); হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১১:৩৩২, ৩৩৩ # ৩১৬৬২; ১৩: ১০৪, ১৬৯ # ৩৬৩৪০, ৩৬৫১১); এবং খতিব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ (৭:৩৭৭)হিন্দি তাঁর কানুযল উম্মাল (১১:৬০৯ # ৩২৯৫০) কিতাবে লিখেছেন তাবারানি হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও বারোজন সাহাবার সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও বহু সংখ্য সাহাবী সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম তাঁর মুসতাদরাক কিতাবে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে এর বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং তাবারানি, আলী,

হাদীস নং– ২৫:

عَنْ جَدِّهِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿أُوصِي مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي بِوِلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَنْ تَوَلَّاهُ فَقَدْ تَوَلَّانِي، وَمَنْ تَوَلَّانِي فَقَدْ تَوَلَّى اللهَ، وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللهَ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَهُ اللهُ﴾.

–আম্মার বিন ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার ওপর ঈমান রাখে ও আমাকে সত্যায়ন করে আমি তাকে আলীর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের বাধ্যবাধকতায় সোপর্দ করেছি। যে তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে সে আমাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে। আর যে কেউ আমাকে তার অভিভাবক রূপে মেনে নেয় সে আল্লাহকে অভিভাবক মানে। যে আলীকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে এবং যে আমাকে ভালোবাসে সে আল্লাহকেই ভালোবাসে। যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে।[৩৬]

যায়দ বিন আরকাম এবং আরো ৩০জন সাহাবাসূত্রে এর বর্ণনা দিয়েছেন।আবু নাঈম তাঁর ফাযায়িলুস সাহাবা গ্রন্থে সা'দ থেকে এবং খতিব বাগদাদী তাঁর তারিখ বাগদাদী গ্রন্থে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীসটি নকল করেছেন।

তারিখ বাগদাদ গ্রন্থে (১২:৩৪৩) খতিব বাগদাদী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহযোগে হাদীসটি নকল করেছেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ –'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা'।

[৩৬]. টীকা: (হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯:১০৮, ১০৯) গ্রন্থে তাবারানি থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং রা'বীগণকে বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল গ্রন্থে (১১:৬১১ # ৩২৯৫৮) হাদীসটি নকল করেছেন। ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক কিতাবে (৪৫:১৮১, ১৮২) এটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীস নং– ২৬:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾.

–হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গদীরে খুমের দিন বলেছেন, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।[৩৭]

হাদীস নং– ২৭:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيُّهُ وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ﴾.

–আবদুল্লাহ বিন বুরাইদা আল আসলামী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি যার ওয়ালী সত্যি সত্যি আলী তার ওয়ালী।' অন্য একটি হাদীসে আছে: আলী তার ওয়ালী (অভিভাবক) যার ওয়ালী আমি।[৩৮]

---

৩৭. টীকা: আহমদ বিন হাম্বল অতি বিশ্বস্তসূত্র পরম্পরায় তাঁর মুসনাদ (১:১৫২) ও ফাযায়িলুস সাহাবা (২:৭০৫ # ১২০৬) কিতাবদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সূত্র: ইবন আবি আসিম আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০৪ # ১৩৬৯); তাবারানি, আল-মু'জামউল আওসাত (৭:৪৪৮ # ৬৮৭৮), হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৩:৭৭,১৬৮ # ৩২৯৫০, ৩৬৫১১) ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল কবীর (৪৫:১৬১, ১৬২, ১৬৩): ইবন কাছির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৭১)। হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ কিতাবে (৯:১০৭) কিতাবে হাদীসটি সংকলিত করে মন্তব্য করেন, এর রাবীগণ বিশ্বাসযোগ্য।

৩৮. টীকা: সূত্রাবলী: হাকিম, আল মুসতাদরাক (২:১২৯, ১৩০ # ২৫৮৯); আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, (৫:৩৫০, ৩৫৮, ৩৬১); নাসাঈ খাসায়িস আমীরুল মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ৮৫, ৮৬ # ৭৭); আবদুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ (১১:২২৫ # ২০৩৮৮); ইবন আবি শায়বা, আল মুসান্নাফ (১২:৮৪ # ১২১৮১); মানভী, ফায়েদ-উল-কবীর (৬:২১৮) হাকিমের মতে, বুখারী ও মুসলিমের প্রদত্ত হাদীস বাছাইয়ের মূল নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ (বিশুদ্ধ)। অন্য একটি সূত্রমালার বরাতে তিনি সা'দ বিন উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অভিমতের ভিত্তিতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সা'দ বিন উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্র হচ্ছে আবু আওয়ানাহ। বুরাইদা আল আসলামী-এর সূত্রেও তিনি মুসতাদরিকে (৩:১১০ # ৪৫৭৮) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।আবু নাঈম হাদীসটি مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ সহ সংক্ষিপ্তকারে তাঁর হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। (৪:২৩)ইবন আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল-

হাদীস নং– ২৮:

ইবনে বুরাইদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতার সূত্রে শব্দের সামান্য পার্থক্যসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْتَقِصُونَ عَلِيًّا، مَنْ يَنْتَقِصُ عَلِيًّا فَقَدِ انْتَقَصَنِي، وَمَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِي، إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، خُلِقَ مِنْ ﴿ص:٢٧٤﴾ طِينَتِي، وَخُلِقْتُ مِنْ طِينَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ: [ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] ﴿آل عمران: ٤٥﴾، وَقَالَ: ﴿يَا بُرَيْدَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِعَلِيٍّ أَكْثَرَ مِنَ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَخَذَ، وَأَنَّهُ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي؟﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِالصُّحْبَةِ إِلَّا بَسَطْتَ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ عَلَى الْإِسْلَامِ جَدِيدًا قَالَ: فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى بَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ–

–কী হবে সেই সকল লোকের যারা আলীর প্রতি রুঢ়তা দেখায়? (সতর্ক হও) যে কেউ আলীর প্রতি রুঢ় হয় সে আমার প্রতি রুঢ় হয়, যে কেউ আলী হতে বিচ্ছিন্ন হয়, সে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়। নিশ্চয়ই আলী আমার হতে আর আমি আলী হতে। সে আমার মাটি হতে সৃষ্ট, আমি সৃষ্ট ইবরাহিমের মাটি হতে এবং আমি তাঁর চেয়ে এক ধাপ ওপরে। আমাদের কেউ অন্যদের সন্তান এবং সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। আমার পরে সেই তোমাদের ওয়ালী (অভিভাবক)। (বুরদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন), আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার জন্য কিছু সময় ব্যয় করুন এবং আপনার হাত মুবারক প্রসারিত করুন, ইসলামের ওপর আমার ঈমান নবায়নের জন্য আমি আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে চাই এবং আমি

কুবরা কিতাবেও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।হায়সামী এটা মাজমাউজ জাওয়াইদ কিতাবে উল্লেখ পূর্বক মন্তব্য করেছেন: বাজ্জার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ (বর্ণনাকারী) বিশ্বস্ত। –হিন্দি

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ (আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা)বাক্যটি সহ তাঁর কানযুল উম্মাল কিতাবে (১১:৬০২ # ৩২৯০৫) সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

কখনও এর পরে তাঁর থেকে পৃথক (বিচ্ছিন্ন) হইনি যেহেতু আমি ইসলামে আমার বিশ্বাসকে নবায়ন করেছি।[৩৯]

হাদীস নং– ২৯:

عَنْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُمَاقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اَللهُ عَنْهُمَاقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ مَوْلَاهُ عَلِيٌّ–

–আমর বিন মায়মুন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাত দিয়ে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।[৪০]

হাদীস নং– ৩০:

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلَا إِنَّ اللهَ وَلِيِّ وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ–

–রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার ওয়ালী (অভিভাবক), আমি প্রত্যেক মু'মিনের ওয়ালী (অভিভাবক) (এবং আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।[৪১]

---

[৩৯]. তাবারানি তাঁর মু'জমাউল আওসাত (৭:৪৯, ৫০#৬০৮১) কিতাবে এবং হায়সামী তাঁর মু'জমাউজ জাওয়াইদ (৯: ১২৮) কিতাবে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

[৪০]. সূত্রাবলী: আহমদ ইবন হাম্বল, আল মুসনাদ (১:৩৩১); নাসাঈ, খাসায়িস আমীরুল মু'মেনিন আলি বিন আবি তালিব (পৃ: ৪৪, ৪৬ # ২৩); হাকিম, আল মুসতাদরাক (৩:১৩২-১৩৪ # ৪৬৫২), তাবারানি, আল মু'জামউল কবীর (১২:৭৭, ৭৮ # ১২৫৯৩) হায়সামী, মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯: ১১৯, ১২০), এবং মুহিব তাবারি, আর রিয়াদুর নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা (৩:১৭৪, ১৭৫) ও দাখায়িরুল উকবা ফি মানাকিব জাওয়িল কুবরা (পৃ: ১৫৬-১৫৮)এই হাদীসের বর্ণনা আবি আসিম রচিত আস-সুন্নাহতে (পৃ: ৬০০, ৬০১ # ১৩৫১) এভাবে আছে:

مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيُّهُ আমি যার ওয়ালী আলী তার ওয়ালী (অভিভাবক)নাসাঈ নিখুঁত সূত্র পরম্পরায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।দাহাবী হাকিমের বর্ণনাকে 'সহীহ' শ্রেণিভুক্ত করেছেন।হায়সামী বলেছেন, আহমদ ও তাবারানি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ 'সহীহ' শুধু অন্যতম রাবী বালজ ফারাযি 'সহীহ' পর্যায়ের না হলেও বিশ্বাসযোগ্য।

[৪১]. হিন্দি হাদীসটি তাঁর কানযুল উম্মাল কিতাবে (১১:৬০৮ # ৩২৯৪৫) লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য: যায়দ বিন আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং বারা বিন আল আযীব সূত্রে আবু নুয়াইম ফাযায়িলুস সাহাবা কিতাবে এটি উদ্ধৃত করেছেন।আসকালানীও তাঁর আল ইসাবা ফি তামায়িযিস সাহাবা কিতাবে (৪:৩২৮) এর উল্লেখ করেছেন।

হাদীস নং– ৩১:

عَنْ أَبِي يَزِيدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ؛ فَقَامَ إِلَيْهِ شَابٌّ فَقَالَ: أُنْشِدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾ قَالَ: فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ؛ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾.

–আবু ইয়াযিদ আল আওদী তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে প্রবেশ করলেন। লোকজন তাঁকে ঘিরে ধরল। একজন যুবক (তাদের মধ্য থেকে) দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিচ্ছি এবং জানতে চাচ্ছি, আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন: 'আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা, হে আল্লাহ্! আপনি তার বন্ধু হোন যে তার (আলীর) বন্ধু হয় এবং তার শত্রু হোন যে তার (আলীর) শত্রু হয়'? একথা শুনে তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছিঃ 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা, হে আল্লাহ্! তাকে আপনি বন্ধু বানান যে আলীর বন্ধু হয় এবং তাকে আপনি শত্রু করুন যে আলীর শত্রু হয়।'[৪২]

হাদীস নং– ৩২:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ، فَقَامَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾.

---

[৪২]. আবু ইয়ালা, আল মুসনাদে (১১:৩০৭ # ৬৪২৩); ইবন আবি শায়বা, আল মুসান্নাফ (১২:৬৮#১২১৪৮), হায়সামী, মা'জমাউজ জাওয়াইদ (৯: ১০৫, ১০৬); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৭৫); এবং ইবন কছির, বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৭৪)

–আবু ইসহাক বর্ণনা করেন, তিনি সাঈদ বিন ওহাবকে বলতে শুনেছেন, আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) লোকজন থেকে শপথ গ্রহণ করলেন। এতে পাঁচ কি ছয়জন সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।'[৪৩]

হাদীস নং– ৩৩:

عَنْ عَمِيرَةُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ؟، فَقَامَ سِتَّةُ نَفْرٍ فَشَهِدُوا–

–আমীরা বিন সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, তিনি শুনেছেন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উন্মুক্ত সমতল (মাঠে) লোকজনের শপথ গ্রহণ করছেন এবং জিজ্ঞেস করছেন তারা কি শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা'? এতে ছয়জন লোক দাঁড়িয়ে এর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।[৪৪]

---

[৪৩]. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ (৫:৩৬৬) ও ফাযায়িলুস সাহাবা (২:৫৯৮, ৫৯৯ # ১০২১); বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা (৫:১৩১); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৬০); এবং মুহিব তাবারি, আর রিয়াদুন নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা (৩:১২৭)নাসাঈ তাঁর খাসায়িস আমিরীল মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব (পৃ: ৯০ # ৮৩) কিতাবে একে 'সহীহ' বলেছেন।দিয়া মাকদিসি বিশ্বস্ত সূত্র পরম্পরায় তাঁর আহাদীসুল মুখতারাহ (২: ১০৫ # ৪৭৯) কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হায়সামী এটিকে তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ(৯:১০৪) উল্লেখ করে বলেছেন আহমদের বর্ণনাসূত্র 'সহীহ'।ইবনে কছির তাঁর বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৭০; ৫:৪৬২) কিতাবে বলেছেন এর সনদ জাইয়িদ (চমৎকার)।

[৪৪]. নাসাঈ, খাসায়িস আমীরিল মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব (৮৯, ৯১ # ৮২, ৮৫); তাবারানি, আল মু'জামউল আওসাত (৩:১৩৪ # ২২৭৫); বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (৫:১৩২); মিজি, তাহজীবুল কামাল (২২: ৩৯৭, ৩৯৮)।ইবন আসাকির এর বর্ণনায় তারিখ দিমাসক আল কবীর (৪৫: ১৫৯) কিতাবে ১৮ জন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। তাবারানি তাঁর মু'জামউস সগীর (১: ৬৪, ৬৫) কিতাবে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং সেখানে ১২ জন সাক্ষীর কথা উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও শামিল আছেন।হায়সামী তাঁর মা'জমাউজ জাওয়াইদ (৯:১০৮) কিতাবে হাদীসটি নকল করেছেন।

হাদীস নং– ৩৪:

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ يَقُولُ: ﴿أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟﴾ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ﴿فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ﴾، فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَشَهِدُوا بِذَلِكَ–

–আবু তুফায়িল যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বলেন, আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) লোকজনদের তাঁর নিকট শপথ গ্রহণ করতে বললেন। তাঁদের মধ্যে এমন (সম্মানিত) ব্যক্তিবর্গও ছিলেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গদীরে খুমের দিনে বলতে শুনেছেন, তোমরা কি জান না যে, আমি বিশ্বাসীদের জানের চেয়েও বেশি নিকটতর? তারা বলল, কেন নয়? তিনি বললেন, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তার বন্ধু হোন যে আলীর বন্ধু হয় এবং তার শত্রু হোন, যে আলীর শত্রু হয়।

(আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এ কথোপকথন কালে) এতে ১২ জন ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং এ ঘটনার সাক্ষ্য দিলেন।[৪৫]

হাদীস নং– ৩৫:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ، قَالا : نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِلاَّ قَامَ ، قَالَ : فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدٍ سِتَّةٌ ، وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ ، فَشَهِدُوا

---

[৪৫]. তাবারানি, আল মু'জামউল আওসাত (২:৫৭৬ # ১৯৮৭); হায়সামী, মাজমাউজ জাওয়াইদ (১: ১০৬); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৫৭, ১৫৮); মুহিব তাবারি, আর রিয়াদুর নাজরা ফি মানাকিবিল আশারা (৩:১২৭); হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৩:১৫৭ # ৩৬৪৮৫) এবং শাওকানী দাররুস সাহাবা (পৃ: ২১১)।

أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ : أَلَيْسَ اللهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالُوا : بَلَى قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ-

–সাঈন বিন ওহাব এবং যায়দ বিন ইউশি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একদিন উন্মুক্ত মাঠে লোকজনের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। তিনি গদীরে খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা শুনেছেন এমন একজনকে দাঁড়াতে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, সাঈদের পাশ থেকে ৬ জন ও যায়দের পাশ থেকে ৬ জন ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁরা গদীরে খুমের দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ কি মু'মিনদের জানের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী নন? লোকজন বলল, কেন নয়? অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! আপনি তাকে বন্ধু করে নিন যে আলীর বন্ধু হয় এবং তাকে আপনার শত্রু বানিয়ে নিন যে আলীর সাথে শত্রুতা করে।[৪৬]

হাদীস নং– ৩৬:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا، فِي الرَّحَبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ: أَنْشُدُ اللهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقَامَ اثْنَا

[৪৬]. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ (১:১১৮), ইবন আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ (১২: ৬৭ # ১২১৪০); তাবারানী, আল-মু'জামাউল আওসাত (৩:৬৯, ১৩৪ # ২১৩০, ২২৭৫), আল মু'জামউস সগীর (১:৬৫); দিয়া মাকদিসি, আল-আহাদীসুল মুখতারা (২:১০৫, ১০৬ # ৪৮০); আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া (৫:২৬); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৬০) এবং হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৩:১৫৭ # ৩৬৪৮৫)নাসাঈ সহীহ সনদ সহকারে তাঁর খাসায়িস আমীরিল মু'মিনীন আলী বিন আমি তালিব কিতাবে (পৃ: ৯০, ১০০ # ৮৪, ৯৫) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।হায়সামী বলেন, তাবারানির সনদ বিশুদ্ধ। মাজমাউজ জাওয়াইদ (পৃ: ১০৭, ১০৮)

عَشَرَ بَدْرِيًّا ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحَدِهِمْ ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ : أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجِي أُمَّهَاتُهُمْ ؟ فَقُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ-

–আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে একটি বড়সড় সমতল ভূমিতে দেখতে পেলাম। সেদিন শপথ নিতে আসা লোকদের তিনি বললেন তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা, যে গদীরে খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছে; 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা'? এমন কেউ থাকলে তিনি তাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। এতে বারো জন বদরী সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁদের একজনের দিকে তাকালাম। বদরী সাহাবাগণ বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা গদীরে খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, আমি কি মু'মিনদের জানের চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী নই? এবং আমার স্ত্রীগণ কি তাদের মা নন? তাদের সকলে বলল, কেন নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ? এতে তিনি বললেন, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।' হে আল্লাহ! আপনি তাকে বন্ধু করুন যে আলীকে বন্ধু বানায় এবং তার শত্রু হোন, যে তার (আলীর) শত্রু হয়।'[৪৭]

[৪৭]. হিজরী ২য় সনে রমজানের ১৭ তারিখে মদীনার উত্তরে বদর নামক স্থানে মক্কার কাফিরদের মদীনা আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যে সমস্ত সাহাবী আত্মরক্ষামূলক সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাই বদরী সাহাবী।

আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ (১:১১৯); তাহাভী, মাশকালুল আশার (২:৩০৮), দিয়া মাকদিসি, আল-আহাদীসুল মুখতারা (২:৮০, ৮১ # ৪৫৮); খতিব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ (১৪:২৩৬) ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৫৬, ১৫৭); ইবন আসির, আসাদুল গাবাহ (৪:১০২, ১০৩); ইবন কাছির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৭০, ৫:৪৬১, ৪৬২, এবং শাওকানী, দাররুস সাহাবা (পৃ: ২০৯)।ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৬৩) কিতাবে যিয়াদ বিন আবি যিয়াদ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।মুহিব তাবারি স্বীয় আর রিয়াদুন নজরা ফি মানাকিবিল আশরা কিতাবে যিয়াদ বিন আবি যিয়াদ এর বরাতে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (৩:১২৮)হায়সামী তাঁর রচিত মাজমাউজ জাওয়াইদ কিতাবে (৯:১০৫, ১০৬) বলেছেন আবু ইয়ালা তাঁর আল-মুসনাদে (১:২৫৭#৫৬৩) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ বিশ্বাসযোগ্য।হিন্দি, তাঁর কানযুল উম্মাল (১৩:১৭০ # ৩৬৫১৫) কিতাবে বলেছেন হাদীসটি ইবন জরীর, সাঈদ বিন মনসুর ও ইবনে আসির জাজারী বর্ণনা করেছেন।আহমদ বিন হাম্বল হাদীস যিয়াদ বিন আবি

হাদীস নং– ৩৭:

عَنْ عَمْرٍو ذِي مَرَّ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، قَالُوا سَمِعْنَا عَلِيًّا، يَقُولُ: نَشَدْتُ اللهَ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ لَمَّا قَامَ فَقَامَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ عَشَرَ رَجُلًا، فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ–

–আমর বিন জি মুর, সাঈদ বিন ওহাব এবং যায়িদ বিন ইউশায়ী বলেন, আমরা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে বলতে শুনেছি, শপথ গ্রহণে আসা প্রত্যেককে আমি জিজ্ঞেস করছি যারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গদীরে খুমের দিনে কিছু বলতে শুনেছি। এতে তের জন লোক উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি কি মু'মিনদের জানের চেয়েও তাদের নিকটবর্তী নই? সবাই বলে উঠল: কেন নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন আলীর হাত ধরে বললেন, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! আপনি তার বন্ধু হোন, যে আলীর বন্ধু হয়, তার শত্রু হোন, যে আলীর শত্রু হয়। তাকে ভালোবাসুন যে তাকে (আলীকে) ভালবাসে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করুন যে তার (আলীর) প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাকে সাহায্য করুন যে তাকে (আলীকে) সাহায্য করে তাকে অবনমিত করুন যে তাকে (আলীকে) অবনমিত করতে চেষ্টা করে।[৪৮]

যিয়াদ-এর বরাত দিয়ে তাঁর আল-মুসনাদ (১:৮৮) কিতাবেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ কিতাবে (৯:১০৬) হাদীসটি নকল করেছেন। এবং বলেছেন এর রাবীগণ বিশ্বাসযোগ্য।

[৪৮]. হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ কিতাবে (৯:১০৪, ১০৫) বলেন বাজ্জার হাদীসটি আল-মুসনাদে (৩:৩৫ # ৭৮৬) উদ্ধৃত করে বলেছেন এর রা'বীগণ 'সহীহ', শুধু ফিতর বিন খালিফ ছাড়া তবে তিনি বিশ্বাসযোগ্য।অন্যান্য সূত্র: তাহাভী, মাসকালুল আসার (২:৩০৮); হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৩: ১৫৮ #

হাদীস নং– ৩৮:

عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحَبَةِ وَهُوَ يُنْشِدُ النَّاسَ: مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ وَهُوَ يَقُولُ مَا قَالَ؟ فَقَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ–

–যাজান বিন উমর বর্ণনা করেছেন, আমি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে একটি সভায় শপথ নিতে আসা লোকদের জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, কারা গদীরে খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছে? এতে ১৩ জন মানুষ দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা'।[৪৯]

হাদীস নং– ৩৯:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَنْشَدَ اللهُ اِمْرَأً نَشْدَةَ الْإِسْلَامِ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍ أَخَذَ بِيَدِيْ يَقُوْلُ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اَللَّهُمَّ! وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادَ مَنْ

৩৬৪৮৭); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৫৯, ১৬০) এবং ইবন কাছির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৬৯, ৫:৪৬২)

[৪৯]. আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ (১:৮৪) ও ফাযায়িলুস সাহাবা (২:৫৮৫ # ৯৯১); ইবন আবি আসিম, আস সুন্নাহ (পৃ: ৬০৪ # ১৩৭১); তাবারানি, আল-মু'জামউল আওসাত (৩:৬৯ # ২১৩১); বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা (৫:১৩১); আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া (৫:২৬); ইবন যওজী, সিফাতুস সাফওয়া (১:৩১৩); হায়সামী, মাজমাউজ জাওয়াইদ (৯:১০৭); হিন্দি, কানযুল উম্মাল (১৩:১৫৮ # ৩৬৪৮৭) এবং শাওকানী, দাররুস সাহাবা (পৃ: ২১১) ।ইবনে কছির তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে যিয়াউদ্দিন আবু উমরের বরাত দিয়ে নকল করেছেন এবং সাক্ষীর সংখ্যা ১২ জন বলে উল্লেখ করেছেন। (৪:১৬৯)ইবনে কছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের অন্যত্র (৫:৪৬২) সাক্ষীর সংখ্যা ১২ জন বলেছেন। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন যাজান। তিনি ইবনে উমরের বরাত দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ - إِلَّا قَامَ فَشَهِدَ! فَقَامَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوْا وَكَتَمَ قَوْمٌ؛ فَمَا فَنُوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا عُمُوًا وَبَرْصُوَا-

–আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা বর্ণনা করেন, আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একবার মানুষ জনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং (এক পর্যায়ে) বললেন, আমি সেসব লোকদের আল্লাহ ও ইসলামের শপথ দিয়ে এগিয়ে আসতে বলছি যারা গদীরে খুমের দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার হাত ধরে বলতে শুনেছেন, 'হে মুসলিমগণ! আমি কি তোমাদের জানের চেয়েও অধিকতর নিকটবর্তী নই? তাদের সবাই বলল, কেন নয়? ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি (আবার) বললেন, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে বন্ধু করুন যে তাকে (আলীকে) বন্ধু বানায় এবং তাকে শত্রু করুন যে (আলীর) শত্রু হয়। তাকে সাহায্য করুন যে তাকে সাহায্য করে, তাকে অপদস্থ করুন যে তাকে অপদস্থ করে। এতে ১৩ জনের অধিক মানুষ দাঁড়িয়ে একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিল। তারা সেদিন তথ্য গোপন করেছিল অন্ধ হয়ে গিয়েছিল অথবা কুষ্ঠ রোগে মৃত্যুবরণ করেছিল।[৫০]

হাদীস নং: ৪০

عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ: نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ، مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ؟ مَا قَالَ إِلا قَامَ، وَلا يَقُومُ إِلا مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، فَقَامَ بِضْعَةَ عَشَرَ- رَجُلا فِيهِمْ: أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ وَأَبُو عَمْرَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحْصِنٍ وَأَبُو زَيْنَبَ وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ

[৫০]. হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল কিতাবে (১৩: ১৩১ # ৩৪৬১৭) এর উল্লেখ করেছেন। ইবনে আছির আবু ইছহাকের বরাত দিয়ে আসাদুল গাবাহ কিতাবে (৩:৪৮৭) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু ইছহাক বলেন: ইয়াযিদ বিন ওয়াদিয়াহ এবং আবদুর রহমান বিন মুদলিজ দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল কারণ তারা সত্য গোপন করেছিল।ইবনে আসাকির তাঁর তারিখ দিমাসক আল-কবীর কিতাবে (৪৫:১৫৮) এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

وَحَبَشِيُّ- بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ وَعُبَيْدُ بْنُ عَازِبٍ الأَنْصَارِيُّ وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَجْلانَ الأَنْصَارِيُّ وَثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ الأَنْصَارِيُّ وَأَبُو فَضَالَةَ الأَنْصَارِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ رَبِّ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلِيِّي، وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ -

–হযরত আসবাগ বিন নুবাতা বলেন, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একটি উন্মুক্ত ময়দানে লোকজনকে শপথ গ্রহণ করালেন। তিনি এমন কাউকে উঠে দাঁড়াতে বললেন, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছে। এ কথা শুনে ১৩ জন ব্যক্তি উঠে দাঁড়ান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন: হযরত আবু আইউব আল আনসারী, আবু 'আমরাহ বিন 'আমর বিন মুহসান, আবু জয়নাব, সাহল বিন হুনায়েফ, খুজাইমা বিন সাবিত, আবদুল্লাহ বিন সাবিত আল আনসারী, হুবসা বিন জুনাদাহ আস-সালুলি, উবায়েদ বিন আযিব আল আনসারী, নু'মান বিন আজলান আল-আনসারী, সাবিত বিন ওয়াদিয়াহ আল আনসারী, আবুল ফজল আল-আনসারী এবং আবদুর রহমান বিন আবদ রব আল আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। তাঁদের সবাই বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, সাবধান! আল্লাহ তা'আলা আমার ওয়ালী (অভিভাবক), আমি সকল মু'মিনের অভিভাবক (ওয়ালী)। আমি তোমাদের সতর্ক করছি, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! আপনি তার বন্ধু হোন, যে আলীকে তার বন্ধু বানায়, এবং তার শত্রু হোন যে তার (আলীর) শত্রু হয়, তাকে ভালোবাসুন যে আলীকে ভালোবাসে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করুন যে তার (আলীর) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, এবং তাকে সাহায্য করুন যে আলীকে সাহায্য করে।[৫১]

[৫১]. ইবন আছির তাঁর আসাদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা কিতাবে (৩:৪৬৫) এবং তাহাভী তাঁর মাসকাল-উল- আশার (২:৩০৮) কিতাবে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।ইবন আছির পূর্বোক্ত কিতাবে ইয়ালা বিন মুররাহ-র

হাদীস নং- ৪১:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : اسْتَشْهَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ : فَقَامَ سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلاً فَشَهِدُوا-

-যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) লোকজনকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন, (অতঃপর) বললেন, আমি তোমাদের শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা কি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছ, হে আল্লাহ! আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ, আপনি তার বন্ধু হোন, যে তার (আলীর) বন্ধু হয়, তার শত্রু হোন যে তার (আলীর) শত্রু হয়? এতে ষোল জন ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেন।[৫২]

হাদীস নং- ৪২:

وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ عَلِيًّا جَمَعَ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ؟ . فَقَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ذَلِكَ-

বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন (২:৩৬২) এবং অন্যতম সাক্ষী হিসেবে ইয়াযিদ অথবা যায়দ বিন শারাহিল এর নাম উল্লেখ করেছেন, অন্য এক স্থানে সাক্ষী হিসেবে নাজিরাহ বিন আমর-এর নাম বলা হয়েছে (৫:২৮২)। অন্য একটি হাদীসে ইয়ালা বিন মুররাহ্র বরাত দিয়ে আমর বিন লায়লার নাম উল্লেখ আছে।

[৫২]. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ (৫:৩৭০); তাবারানি, আল মু'জামউল কবীর (৫:১৭১ # ৪৯৮৫); ইবন কাছির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫:৪৬১); মুহিব তাবারি, আর-রিয়াদুন নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা (৩:১২৭) ও দাখায়িরুল উকবা ফি মানাকিব দাওয়িল কুব্বা (পৃ: ১২৫, ১২৬)হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ কিতাবে (৯:১০৬) উল্লেখ করেছেন যারা সেদিন সাক্ষ্য গোপন করেছিল তারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

-হযরত উমায়র বিন সা'দ বলেন, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) লোকজনকে একটি উন্মুক্ত ময়দানে জড়ো করলেন এবং আমি এর সাক্ষী। তিনি (অতঃপর) বললেন: আমি তোমাদের শপথ দিয়ে বলছি, তোমাদের কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছ, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা'? এতে ১৮জন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে তাঁরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐরূপ বলতে শুনেছেন।[৫৩]

হাদীস নং- ৪৩:

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : جَمَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَنْشُدُ اللهَ كُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ ، لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلاَثُونَ مِنَ النَّاسِ ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا مَوْلاَهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ : فَخَرَجْتُ وَكَأَنَّ فِي نَفْسِي شَيْئًا ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَمَا تُنْكِرُ ؟ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ-

[৫৩]. হায়সামী উক্ত হাদীসটি তাঁর মাজমাউজ জাওয়াইদ কিতাবে (৯:১০৮) উদ্ধৃত করে বলেছেন, তাবারানি এটা বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ 'হাসান' ।ইবন আসাকির এই হাদীসটি উমায়র বিন সাঈদ এর বরাতে তাঁর তারিখ দিমাসক আল-কবীর কিতাবে (৪৫:১৫৮) উল্লেখ করেছেন। একই সাথে তিনি উমায়র বিন সা'দ-এর বরাতও দিয়েছেন। শেষোক্ত জন ১২ জন সাক্ষীর কথা বলেছেন ।উমায়র বিন সা'দ এর বরাতে ইবন কাছিরও হাদীসটি তাঁর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন যাতে ১২জন সাক্ষীর কথা বলা আছে। সাক্ষীদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও অন্তর্ভূক্ত আছেন ।হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল (১৩:১৫৪, ১৫৫ # ৩৬৪৮০) এবং শাওকানী তাঁর 'দাররুস সাহাবা' কিতাবে (পৃ: ২১১) হাদীসটি নকল করেছেন।

–হযরত আবু তুফাইল হতে বর্ণিত। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একটি খোলা জায়গায় লোকজনকে জড়ো করে বললেন, আমি প্রত্যেক মুসলিমকে শপথ দিচ্ছি আর জানতে চাচ্ছি গদীরে খুমের দিনে আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন তা তারা শুনেছে কিনা। (যদি শুনে থাকে তাহলে) তারা যেন দাঁড়ায়। তখন ৩০ জন মানুষ উঠে দাঁড়ান। আবু নুয়াইম বলেন, আরো অধিক সংখ্যক লোক দাঁড়িয়েছিলেন– তাঁরা সাক্ষ্য দিলেন (আমাদের সে সময়ের কথা স্মরণ আছে) যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার হাত ধরে লোকজনের উদ্দেশ্যে বলেন: তোমরা কি জান যে, আমি মু'মিনদের প্রাণের চাইতেও তাদের অধিকতর নিকটবর্তী? তাদের সকলে বলল: হ্যাঁ– ইয়া রাসূলুল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেন: আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তুমি তাকে তোমার বন্ধু কর, তুমি তার শত্রু হয়ে যাও যে আলীর শত্রু হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যখন (সেখান থেকে) বেরিয়ে আসি তখন আমার মনে কিছু সন্দেহ জাগছিল। ইতোমধ্যে আমি যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে দেখা করে বললাম: হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একথা বলেছেন। (আমার কথা শুনে) যায়দ বিন আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি কিভাবে এটা অস্বীকার করতে পার যেখানে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন আমি নিজেই তার সাক্ষী?[৫৪]

[৫৪]. সহীহ সনদে আহমদ বিন হাম্বল তাঁর আল-মুসনাদ (৪: ৩৭০) ও ফাযায়িলিস সাহাবা (২:৬৮২ # ১১৬৭) কিতাবদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।* অন্যান্য সূত্রাবলী:বাজ্জার, আল মুসনাদ (২:১৩৩ # ৪৯২); ইবন আবি আসিম, আসসুন্নাহ (পৃ: ৬০৩ # ১৩৬৬); বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা (৫:১৩৪); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৫৬); মুহিব তাবারি, আর রিয়াদুন নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা (৩:১২৭); হায়সামী, মা'জমাউজ জাওয়াইদ (৯:১০৪); ইবন কাছির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫:৪৬০, ৪৬১); শাওকানী, দাররুস সাহাবা (পৃ: ২০৯) নাসাঈ এ হাদীসের উল্লেখ আবু তুফাইলের বরাত দেয়া ছাড়াও, আমীর বিন ওয়াসিলার সূত্রও উল্লেখ করেছেন।ইবন হিব্বান তাঁর আস-সহীহ কিতাবে (১৫:৩৭৬ # ৬৯৩১) বলেছে ইহার সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। হাকিম তাঁর মুসতাদরাক কিতাবে (৩:১০৯# ৪৫৭৬) বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটিকে 'সহীহ' শ্রেণিভূক্ত করেছেন।তাবারানি তাঁর মু'জামউল কবীর গ্রন্থে (৫:১৯৫ # ৫৩৭১) একে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।ইবন আছির তাঁর আসাদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা (৬:২৪৬) গ্রন্থে এ সংক্রান্ত সাক্ষ্যদাতার সংখ্যা ১৭ জন বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন আছির তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে (৪:১৭১) হাদীসে উল্লেখিত 'রাহবাহ' শব্দের অর্থ জানিয়েছেন কুফার মসজিদের খোলা চত্বর।হায়সামী তাঁর আস-সাওয়ায়িক-উল- মুহরিকা কিতাবে (পৃ: ১২২) বলেছেন ৩০ জন সাহাবী উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সনদ বর্ণনাকারীদের 'সহীহ' ও 'হাসান' শ্রেণিভূক্ত করেছেন।আবু মাহাসিন তাঁর 'আল মু'তাসার মিন-আল মুখতাসার মিন মাসকালিল আশার' কিতাবে (২:৩০১) হাদীসটি নকল করেছেন।

হাদীস নং– ৪৪:

عَنْ رِيَاحٍ الْحَارِثِ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى عَلِيٍّ بِالرَّحَبَةِ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَانَا، فَقَالَ: كَيْفَ أَكُونُ مَوْلَاكُمْ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ عُرْبٌ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ﴾ . قَالَ رِيَاحٌ: فَلَمَّا مَضَوَا اتَّبَعْتُهُمْ فَسَأَلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ–

–হযরত রিয়াহ বিন হারস বর্ণনা করেছেন, একবার একটি প্রতিনিধি দল হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষাতে এসে বলল: আসসালামু আলাইকুম, হে আমাদের মাওলা! হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমরা তো আরব, আমি কিভাবে তোমাদের মাওলা হই? (আরবরা সহজে কাউকে মাওলা বলে স্বীকার করেনা)। তারা বলল, আমরা গদীরে খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।' রিয়াহ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকগুলো কারা? তিনি বললেন, এটা মদীনাবাসী আনসারদের প্রতিনিধি দল। এঁদের একজন হচ্ছেন হযরত আবু আইউব আল আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।[৫৫]

[৫৫]. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ (৫:৪১৯) ও ফাযায়িলুস সাহাবা (২:৫৭২# ৯৬৭); ইবন আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ (১২:৬০ # ১২১২২); তাবারানি, আল মু'জামউল কবীর (৪: ১৭৩, ১৭৪ # ৪০৫২, ৪০৫৩); মুহিব তাবারি, আর রিয়াদুন নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা (২:১৬৯; ৩:১২৬); ইবন কছির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪:১৭২; ৫:৪৬২)।হায়সামী তাঁর রচিত 'মাজমাউজ জাওয়াইদ' কিতাবে (৯: ১০৩, ১০৪) এর রাবীগণকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।ইবন আসাকির তাঁর রচিত তারিখ দিমাসক আল-কবীর কিতাবে যিয়াদ বিন আল হারিস (৪৫:১৬১), হাসান বিন আল হারিস (৪৫:১৬২) ও রিয়াহ বিন আল হারিস (৪৫:১৬৩) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।যির বিন হুবায়েস সূত্রে ইবন আসির তাঁর রচিত আসাদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা কিতাবে (১:৬৭২) ১২ জন সাহাবী সাক্ষ্যদাতার কথা উল্লেখ করেছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছেন: কায়েস বিন সাবিত, হাসিম বিন উতবা এবং হাবিব বিন বুদায়েল। তাঁরা সবাই হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে তাঁদের মাওলা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

হাদীস নং– ৪৫:

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ نَازَعَهُ رَجُلٌ فِيْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ هَذَا الْجَالِسُ، وَأَشَارَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْأَبْطَنُ! فَنَهَضَ عُمَرُ عَنْ مَجْلِسِهِ وَأَخَذَ بِتَلْبِيْبِهِ حَتَّى شَالَهُ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِيْ مَنْ صَغَّرْتَ؟ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ–

–হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, একবার একটা লোকের সাথে তাঁর কোন বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'এখানে যে ব্যক্তি বসে আছেন তিনি আমাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে দেবেন'– বলে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দিকে ইঙ্গিত করলেন। লোকটি বলল: এই পেট-মোটা লোকটি (আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে?)! হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর আসন থেকে উঠে লোকটির কলার চেপে ধরে বললেন, তুমি কি জান, যে মানুষটিকে তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করছ তিনি আমার এবং সকল মুসলমানদের মাওলা?[৫৬]

হাদীস নং– ৪৬:

عَنْ عُمَرَ وَقَدْ جَاءَ أَعْرَابِيَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِعَلِيٍّ: اَقْضِ بَيْنَهُمَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَضَى عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هَذَا يَقْضِيْ بَيْنَنَا؟ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَأَخَذَ بِتَلْبِيْبِهِ وَقَالَ: وَيْحَكَ مَا تَدْرِيْ مَنْ هَذَا؟ هَذَا مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ–

–হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, একবার দু'জন বেদুইন কোন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে বললেন, হে আবু হাসান! এ দু'জনের

[৫৬]. মুহিব তাবারি তাঁর আর রিয়াদুন নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা কিতাবে (৩:১২৮) লিখেছেন ইবনে সাম্মান এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিরোধ মীমাংষা করে দিন। তিনি তাদের মধ্যে বিষয়টি মীমাংসা করে দিলেন। বেদুইনদের একজন বলল, ইনিই কি আমাদের বিরোধ মীমাংসা করার একমাত্র ব্যক্তি? হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) (একথা শুনে) তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কলার চেপে ধরে বললেন, তোমার মরণ হোক! তুমি কি জান তিনি কে? তিনি হচ্ছেন আমার এবং সকল বিশ্বাসীর মাওলা। যে তাঁকে মাওলা হিসেবে স্বীকার করেনা সে বিশ্বাসী নয়।[৫৭]

হাদীস নং– ৪৭:

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عَلِيٌّ مَوْلَى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَاهُ.

وَعَنْ سَالِمٍ قِيْلَ لِعُمَرَ: إِنَّكَ تَصْنَعُ بِعَلِيٍّ شَيْئًا مَا تَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ مَوْلَايَ–

–হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার মাওলা আলীও তার মাওলা।

হযরত সলিম বলেন, হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন তিনি সাহাবাদের মধ্যে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে বিশেষ মর্যাদা দেন। উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দিলেন, সত্যিই তিনি আমার মাওলা।[৫৮]

হাদীস নং– ৪৮:

عَنْ يَزِيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُوَرِّقٍ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يُعْطِي النَّاسَ، فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: ﴿مِمَّنْ أَنْتَ؟﴾ قُلْتُ: مِنْ قُرَيْشٍ،

[৫৭] ১. মুহিব তাবারি হাদীসটি দাখায়িরুল উকবা ফি মানাকিব যাওয়িল কুবরা (পৃ: ১২৬) কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ইবন সাম্মান তাঁর 'আল মুওয়াফাকা' কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি আর-রিদওয়ানুর নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা কিতাবেও (৩:১২৪) একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৫৮]. মুহিব তাবারি, আর রিয়াদুন নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা (৩:১২৮) ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৫:১৭৮)

قَالَ: ﴿مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ؟﴾ قُلْتُ: مَنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: ﴿مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟﴾ قَالَ: فَسَكَتُّ، فَقَالَ: ﴿مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟﴾ قُلْتُ: مَوْلَى عَلِيٍّ، قَالَ: ﴿مَنْ عَلِيٌّ؟﴾ فَسَكَتُّ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: ﴿وَأَنَا وَاللهِ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ﴾ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ أَنَّهُمْ سَمِعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ﴾ ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ، كَمْ تُعْطِي أَمْثَالَهُ؟ قَالَ: مِائَةً أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَعْطِهِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: سِتِّينَ دِينَارًا لِوَلَايَتِهِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. ثُمَّ قَالَ: الْحَقْ بِبَلَدِكَ فَسَيَأْتِيكَ مِثْلُ مَا يَأْتِي نُظَرَاءَكَ-

–ইয়াজিদ বিন উমর বিন মু'ওয়ারিক হতে বর্ণিত, আমি একবার সিরিয়া গমন করি। উমর বিন আবদুল আযিয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তখন লোকজনদের মধ্যে দান খয়রাত করছিলেন। আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ গোত্রের লোক? আমি বললাম, কুরাইশ। তিনি বললেন, কুরাইশের কোন শাখা? আমি বললাম, বনি হাশিম। তিনি (আবার) জানতে চাইলেন, বনি হাশিমের কোন্ পরিবার? বর্ণনাকারী বলেন, আমি চুপ রইলাম। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, বনি হাশিমের কোন্ পরিবার? আমি বললাম, মাওলা আলীর পরিবার। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আলী কে? আমি নীরব রইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমার বুকে হাত রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আলী বিন আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র একজন গোলাম। অতঃপর যোগ করলেন, আমি শুনেছি যে বেশুমার লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।' এরপর তিনি মুজাহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, এই শ্রেণির লোকজনদের আপনি কী পরিমাণ দান করেন? তিনি বললেন, একশ' অথবা দু'শ দিরহাম। তখন তিনি বললেন, তাকে পঞ্চাশ দীনার দিন কারণ তিনি আলী

বিন আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র কাছের লোক। ইবনে আবি দাউদের বর্ণিত হাদীস মতে তাঁকে ৬০ দীনার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এবং তাঁর দিকে ফিরে বলা হয়েছিল, আপনি আপনার গোত্রের লোকদের সমপরিমান অর্থ পাবেন।[৫৯]

হাদীস নং– ৪৯:

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُنْدَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ عَنْ فَوَانَةِ الْمُازَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُنَيْدَةَ جُنْدَعَ بْنَ عَمْرِو بْنِ مَازِنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَسَمِعْتُهُ وَإِلَّا صِمْتًا يَقُوْلُ، وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ حُجَّةِ الْوِدَاعِ، فَلَمَّا نَزَلَ غَدِيْرِ خُمٍ قَامَ فِيْ النَّاسِ خَطِيْبًا، وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، وَقَالَ: مَنْ كُنْتَ وَلِيُّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لَا تُحَدِّثُ بِهَذَا بِالشَّامِ، وَأَنْتَ تَسْمَعُ مَلْءَ أُذُنَيْكَ سَبَّ عَلِيٍّ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّ عِنْدِيْ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ مَا لَوْ تَحَدَّثْتُ بِهَا لَقَتَلْتُ-

–জুহরি কর্তৃক বর্ণিত: আবু জুনায়দাহ জুনদা বিন আমর বিন মাযিন বলেছেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে সে সরাসরি দোযখে যাবে।' আমি নিজে একথা শুনেছি, না হলে আমার দুচোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ুক। হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব থেকে ফিরে গদীরে খুমে উপস্থিত হলেন এবং লোকজনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আলীর হাত ধরে

[৫৯]. আবু নাইয়িম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া (৫:৩৬৪); ইবন আসাকির, তারিখ দিমাসক আল-কবীর (৪৮:২৩৩; ৬৯:১২৭); ইবন আসির, আসাদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা (৬:৪২৭, ৪২৮)।

বললেন, আমি যার ওয়ালী (অভিভাবক) আলীও তার ওয়ালী (অভিভাবক)। হে আল্লাহ! আপনি তার বন্ধু হোন যে আলীর বন্ধু হয় আর আলীর যে শত্রু হয় আপনি তার শত্রু হোন।'

উবায়দুল্লাহ বললেন, আমি জুহরীকে বললাম, আপনি এসব কথা সিরিয়ায় বলবেন না। অন্যথায় আপনি এখানে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে এতো বেশি (নিন্দা) শুনবেন যাতে আপনার কানে পচন ধরে যাবে। (এর উত্তরে) জুহরী বললেন, আল্লাহর শপথ! আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর এমন অনেক গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমার কাছে সুরক্ষিত, আমি যদি সে সব প্রকাশ করি তাহলে আমাকে খুন করা হতে পারে।[৬০]

হাদীস নং- ৫০:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَئَلَهُ رَجُلٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ يَا عَمْرِو إِنَّ أَشْيَاخُنَا سَمِعُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَحَقَّ ذَلِكَ أَمْ بَاطِلَ فَقَالَ عَمْرُو حَقَّ وَأَنَا أَزِيْدُكَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ لَهُ مَنَاقِبُ مِثْلَ مَنَاقِبُ عَلِيٍّ.

–আমর বিন আল আস কর্তৃক বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: হে, আমর! আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী সম্পর্কে বলতে শুনেছেন– 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা' কথাটি সত্য নাকি মিথ্যা? আমর বললেন, কথাটি সত্য এবং এর সাথে আমি আরো যোগ করতে পারি যে, সাহাবীদের মধ্যে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র মত প্রশংসিত হবার যোগ্যতা অন্য কারো নেই।[৬১]

[৬০] ইবনে আসির, আসাদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা (১:৫৭২, ৫৭৩)
[৬১]. ইবন কুতাইবা, আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ (১:১১৩)

হাদীস নং- ৫১:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ بِعِمَامَةٍ سَدَلَهَا خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَدَّنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلَائِكَةٍ يَعْتَمُّونَ هَذِهِ الْعِمَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ-

–হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: গদীরে খুমের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাগড়ি (সম্মানের প্রতীক হিসেবে) আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন এবং এর প্রান্তভাগ পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ সুবহানু তা'আলা বদর এবং হুনাইনের যুদ্ধে আমাকে সাহায্য করার জন্য যে সকল ফিরিশতা পাঠিয়েছিলেন তাঁরা অনুরূপ পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: নিশ্চয়ই পাগড়ি বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।[৬২]

সমাপ্ত

[৬২]. তায়ালিসি তাঁর আল মুসনাদ কিতাবে (পৃ: ২৩ # ১৫৪) এবং বায়হাকী তাঁর সুনানুল কুবরা (১০:১৪) কিতাবে উক্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মাল কিতাবে (১৫:৩০৬, ৪৮২ # ৪১১৪১, ৪১৯০৯) লিখেছেন তায়ালিসি ছাড়াও বায়হাকী, তাবারানি, ইবন আবি শায়বা ও ইবন মুনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।হিন্দি এর সাথে নিম্নোক্ত কথাগুলো যোগ করেছেন।

إِنْ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ –'নিশ্চয়ই পাগড়ি মুসলিম ও বহু ঈশ্বর বাদীদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।'

আবদুল আ'লা বিন আদীও বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গদীরে খুমের দিনে আলী বিন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে ডাকলেন, তাঁর মাথায় একটা পাগড়ি (আমামা) বেঁধে (সম্মানের প্রতীক রূপে) বাড়তি অংশ পেছনের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন।ঝডঝঝঝঝহাদীসটি নিম্নোক্ত কিতাব সমূহে উল্লেখিত হয়েছে: ক. ইবনে আসির, আসাদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ (৩:১৭০)খ. মুহিব তাবারি, আর রিয়াদুন নাজরা ফি মানাকিবিল আশরা (৩:১৯৪)গ. জুরকানী, শরউল মাওয়াহিব ইল লাদুনিয়া (৬:২৭২)

পরিভাষা

দিনার : প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা

গরীব : ঐ সমস্ত হাদীস যা নির্ভরযোগ্য কিংবা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বিবৃত যা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য শ্রেণি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে ভিন্নতা পোষণ করে। গরীব হাদীস সহীহ কিংবা জয়ীপ হতে পারে।

হাদীস : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী, কথা কাজ সমর্থন সূচক অভিব্যক্তি ও অনুমোদিত আচরণ।

হাসান : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর বিশুদ্ধ স্মৃতিশক্তির (যাব্‌ত গুণ) পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে।

ইমাম : যিনি সালাতে নেতৃত্ব দেন; বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তি।

কাওসার : আক্ষরিক অর্থে প্রাচুর্য। বেহেশতের ফোয়ারা।

সহীহ : অবিচ্ছিন্ন সনদে প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস।

শরীয়ত : আক্ষরিক অর্থে রাস্তা। নবী কর্তৃক প্রদর্শিত ও প্রচারিত দৈনন্দিন জীবনের আচরণবিধি। সর্বশেষ শরিয়ত হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত যা অন্য সব শরীয়তকে বাতিল করে দিয়েছে।

সুন্নাহ : আক্ষরিক অর্থে পথ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত বিধি বিধান।

সূরাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআন শরীফের অধ্যায়। পবিত্র কুরআনে ১১৪টি সূরা আছে।

প্রমাণপঞ্জি

১. আল কুর'আনুল কারীম

২. আব্দুর রায্‌যাক্বঃ আবূ বকর সা'নানী(১২৬-২১১হি./৭৪৪-৮২৬ খৃষ্টাব্দ), আল মুসান্নাফ করাচী, পাকিস্তান : আল মজলিসুল ইলমি, প্রথম সংস্করণ।১৩৯০/১৯৭০।

৩. আবূ মাহাসীন্নঃ ইউছুফ বিন মুসা হানাফী, আল মু'তাসার মিনাল মুখতাসার মিন মাশাকাল ইল আছার, বৈরুত, লেবানন, আলীম উল কুতূব।

৪. আবূ নু'য়াঈম্নঃ আহ্‌মদ বিন আব্দুল্লাহ আসবাহানী (৩৩৬-৪৩০হি./৯৪৮-১০৩৮খৃ), হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া ত্ববক্বাতুল আসফিয়া, বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবুল আরাবী, ৩য় সংস্করণ।

৫. আবূ উল্মাঃ মুহাম্মদ আব্‌দ উর রহ্‌মান বিন আব্‌দ রহীম (১২৮৩-১৩৫৩খৃ.) তুহফাতুল আহওয়াদ্বিঃ বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা।

৬. আবূ ইয়ালা : আহ্‌মদ বিন আলী (২১০-৩০৭হি./৮২৫-৯১৯খৃ), আল মুস্‌নাদ, বৈরুত লেবানন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮হি/১৯৯৮খৃ।

৭. আহ্‌মদ বিন হাম্বল : ইব্‌ন মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১হি/৭৮০-৮৫৫খৃ)

৮. ফাদ্বায়িল-উস-সাহাবা, বৈরুত লেবানন, মু'য়াসসিয়াসাত-উর-রিসালা ১ম সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩।

৯. আল মুস্‌নাদ : বৈরুত, লেবানন, আল মাকতাব আল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৮/১৯৭৮খৃ।

১০. আলবানী : মুহাম্মদ নাসির-উদ-দ্বীন, (১৩৩৩-১৪২০/১৯১৪-১৯৯৯খৃ) সিলসিলাত-উল-আহাদীস-ইস-সহীহাহ, বৈরুত, লেবানন, আল মাকতাব আল ইসলামী,৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫/১৯৮৫খৃ

১১. আলূসী : সায়্যিদ মাহ্‌মুদ (১২১৭-১২৭০/১৮৯২-১৮৫৪খৃ) রূহল আল মা'য়ানী, মুলতান, পাকিস্তান, মাকতাবাহ ইমদাদিয়া।

১২. আসক্বালানী : ইব্‌ন হাজ্‌র, আহ্‌মদ বিন আলী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৯খৃ) ফাত্‌হ-আল বারী, লাহোর, পাকিস্তান, দার নাশার-ইল-কুতুব-ইল ইসলামিয়া ১৪০১/১৯৮১খৃ।

১৩. আল ইসাবাহ ফি তামীয-ইস-সাহাবা : বৈরুত, লেবানন, দার-উল-যিল, ১ম সংস্করণ, ১৪১২/১৯৯২।

১৪. তায'যীল-উল-মানাফা'য়াহ : বৈরুত, লেবানন : দার-উল-কিতাব ইল আরাবী, ১ম সংস্করণ।

১৫. বায়হাক্বী : আহ্‌মদ বিন হুসাইন (৩৮৪-৪৫৮/৯৯৪-১০৬৬খৃ) আল ই'তিক্বাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীল ইর রিশাদ আলা মাযহাব-ইস-সালাফ ওয়া আসহাব-ইল- হাদীস, বৈরুত, লেবানন : দার-উল-আফাক্ব আল জাদিদাহ ১ম সংস্করণ ১৪০১ খৃ।

১৬. আস-সুনান-উল-কুবরা : মুলতান, পাকিস্তান, নাশর-উস-সুন্নাহ নতুন স ংস্করণ।

১৭. বায্যার : আবূ বকর আহ্মদ বিন আমর (২১০-২৯২/৮২৫-৯০৫খৃ), আল মুস্নাদ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ ১৪০৯খৃ।ঐহাবী, মুহাম্মদ বিন আহ্মদ বিন উসমান (৬৭৩-৭৪৮/১২৭৪-১৩৪৮খৃ), সিয়ার আ'ল্ম-ইন-নুবালা, বৈরুত, লেবানন : দার-উল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৭খৃ।

১৮. জিয়া মাক্বদিসী : মুহাম্মদ বিন আব্দ-উল-ওয়াহিদ হাম্বলী (৫৬৭-৬৪৩খৃ), আল হাদীস-উল মুখতারা, মক্কা, সৌদি আরব : মাকতাবাত-উন-নাহদাহ আল হাদীসিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০খৃ।

১৯. হাকীম : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ(৩২১-৪০৫/৯৩৩-১০১৪খৃ), আল মুস্তাদরাক, বৈরুত, লেবানন, দার-উল-কুতুব-ইল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৪১১/১৯৯০খৃ।

২০. আল মুস্তাদরাক : মক্কা, সৌদি আরব, দার-উল-বায, নতুন সংস্করণ।

২১. হায়তামী : আহ্মদ বিন হাযর, শিহাব-উদ-দীন, মক্কী (৯০৯-৯৭৩/১৫০৩-১৫৬৬খৃ), আস সাওয়ায়িক্ব-উল-মুহরিক্বা, কায়রো, মিশর : ২য় সংস্করণ, ১৩৮৫/১৯৬৫খৃ।

২২. হায়তামী : আলী বিন আবূ বকর (৭৩৫-৮০৭হি/১৩৩৫-১৪০৫খৃ) মাজমা-উয-যাওয়ায়িদ, কায়রো, মিশর : দার-উর-রিয়ান লিত তুরাছ, ১৪০৭/১৯৮৭খৃ।

২৩. মাওয়ারিদ-উয-যামান : বৈরুত, লেবানন, দার-উল-কুতুব-ইল ইলমিয়্যা, নতুন সংস্করণ।

২৪. হিন্দী :আলা-উদ-দীন আলী আল মুত্তাকী (মৃত্যু৯৭৫খৃ), কান্যুল উম্মাল, বৈরুত, লেবানন : মু'য়াস্সিসাত-উর-রিসালা, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭/১৯৮৬খৃ।

২৫. ইব্ন আবী আসিম : আহ্মদ বিন আ'মর শায়বানী(২০৬-২৮৭খৃ) আল আহাদ ওয়াল মাছানী, রিয়াদ, সৌদি আরব, দার-উর-রাঈয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১/১৯৯১খৃ।

২৬. আস সুন্নাহ : বৈরুত, লেবানন; আল মাকতাব-উল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৮খৃ।

২৭. ইব্ন আবী হাতীম রাযি : আবূ মুহাম্মদ আব্দ-উর-রহ্মান(২৪০-৩২৭/৮৫৪-৯৩৮খৃ), তাফসীর-উল-কুর'আন আল আ'যীম, সৌদি আরব, মাক্তাবা নিযার মুস্তাফা আল বায, ২য় সংস্করণ ১৪১৯/১৯৯৯খৃ।

২৮. ইব্ন আবী শায়বা, আবূ বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (১৫৯-২৩৫/৭৭৬-৮৫০খৃ), আল মুসান্নাফ, করাচী, পাকিস্তান : ইদারাত-উল-কুর'আন ওয়াল উলূম-উল-ইসলামিয়া, ১৪০৬/১৯৮৭খৃ

২৯. ইব্ন আসাকীর : আবূল কাশেম আলী বিন হাসান, (৪৯৯-৫৭১/১১০৫-১১৭৬খৃ), তারিখ দামেস্ক আল কাবীর, তারিখে ইব্ন আসাকীর নামে প্রসিদ্ধ বৈরুত, লেবানন, দার-উল-ইয়াহইয়া-ইত-তুরাছ আল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২১/২০০১খৃ।

৩০. ইব্ন আছীর : আবূ হাসান আলী বিন মুহাম্মদ আল জাযেরী(৫৫৫-৬৩০/১১৬০-১২৩৩খৃ),আসাদ-উল-গাবাহ ফি মারিফাত-ইস-সাহাবা, বৈরুত,লেবানন : দার-উল-কুতুব উল ইলমিয়া নতুন সংস্করণ।

৩১. ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মদ (২৭০-৩৫৪/৮৮৪-৯৬৫খৃ), আস সহীহ, বৈরুত,লেবানন : মু'য়াসসিসাত-উর-রিসালা,২য় সংস্করণ, ১৪১৪/১৯৯৩খৃ।

৩২. ইব্ন জাওযী : আবূ আল ফারাজ, আব্দ-উর-রহ্মান, (৫১০-৫৯৭হি/১১১৬-১২০১খৃ), সিফাতুস সাফওয়া বৈরুত,লেবানন : দার-উল-কুতুব উল ইলমিয়া ১ম সংস্করণ১৪০৯/১৯৮৯।

৩৩. ইব্ন কাছীর :আবূ আল ফিদা ইসমাঈল বিন উমর (৭০১-৭৭৪/১৩০১-১৩৭৩খৃ),আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরুত,লেবানন : দার-উল-ফিক্র ১৪১৯/১৯৯৮।

৩৪. তাফসীর-উল-কুর'আন আল আ'যীম : বৈরুত,লেবানন : দার-উল-মা'রিফা,১৪০০/১৯৮০খৃ।

৩৫. ইব্ন মাজাহ : মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ(২০৯-২৭৩/৮২৪-৮৮৭খৃ), সুনান, বৈরুত,লেবানন : দার-উল-কুতুব উল ইলমিয়া ১ম সংস্করণ১৪১৯/১৯৯৮।

৩৬. ইব্ন কুতায়বা : আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম (২১৩-২৭৬/৮২৮-৮৮৯খৃ), আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, মিশর ১৩৫৬/১৯৩৭।

৩৭. খত্বীব বাগদাদী : আবূ বকর আহ্মদ বিন আলী, (৩৯২-৪৬৩/১০০২-১০৭১খৃ), তারিখে বাগদাদ, বৈরুত,লেবানন : দার-উল-কুতুব আরাবী নতুন সংস্করণ।

৩৮. মাহামিলী : আবূ আব্দুল্লাহ, হুসাইন বিন ইসমাঈল (২৩৫-৩৩০হি), আমালী, ওমান : আল মাক্তাব আল ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪১২হি।

৩৯. মুনাবি : আব্দ-উর-রওফ, ফায়দ-উল-কাদীর, মিশর, মাক্তাবাত-উত-তুজ জারিয়াহ আল কুবরা, ১৩৫৬হি।

৪০. মিয্যী : ইউসুফ বিন আব্দ-উর-রহ্মান (৬৫৪-৭৪২/১২৫৬-১৩৪১খৃ)তাহ্যীব-উল-কামাল, বৈরুত,লেবানন : মু'য়াসসিসাত-উর-রিসালা,১ম সংস্করণ, ১৪০০/১৯৮০খৃ।

৪১. তুহ্ফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতি-ইল-আতরাফ : বৈরুত,লেবানন : আল মাক্তাব-আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩/১৯৮৩খৃ)

৪২. মুহিব ত্বাবারী : আবূ আব্বাস আহ্মদ বিন মুহাম্মদ (মৃ৬৯৪হি), দাখাইর-উল-উক্বা ফি মানাক্বিবি দাওয়া-ইল-কুরবা, জেদ্দা, সৌদি আরব, মাক্তাবাত-উস-সাহাবা, ১৪১৫/১৯৯৫খৃ।

৪৩. আর রিয়াদ-উন-নাদরাহ ফি মানাক্বিব-ইল-আশরাহ : বৈরুত, লেবাননঃ দার-উল-কুতুব উল ইলমিয়া ১ম সংস্করণ১৪০৫/১৯৮৪।

৪৪. মুজাদ্দিদ আল্ফ সানী : শায়খ আহ্মদ সারহিন্দী (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪খৃ), মাকতুবাত ইমাম রব্বানী, লাহোর, পাকিস্তান : নূর কোঃ নতুন সংস্করণ।

৪৫. নাসায়ী : আহ্‌মদ বিন শু'য়াইব (২১৫-৩০৩/৮৩০-৯১৫খৃ), ফাদ্বায়িল-উস-সাহাবা, বৈরুত, লেবাননঃ দার-উল-কুতুব উল ইলমিয়া ১ম সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৪।

৪৬. খাসায়িস আমীর-ইল-মু'মিনীন আলী বিন আবী ত্বালিব : বৈরুত, লেবাননঃ দার-উল-কিতাব ইল আরাবী১ম সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭খৃ।

৪৭. আস সুনান-উল-কুবরা : বৈরুত, লেবাননঃ দার-উল-কুতুব উল ইলমিয়া ১ম সংস্করণ ১৪১১/১৯৯১।

৪৮. নবুবী : আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফ (৬৩১-৬৭৭/১২৩৩-১২৭৮খৃ), তাহযীব-উল-আসমা ওয়াল লুগাত, বৈরুত, লেবাননঃ দার-উল-ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬খৃ।

৪৯. রাযী : মুহাম্মদ বিন উমর বিন হাসান বিন হুসাইন (৫৪৩-৬০৬/১১৪৯-১২১০খৃ), আত-তাফসীর-উল কাবীর, তেহ্‌রান, ইরান, দার-উল-কুতুব উল ইলমিয়া ২য় সংস্করণ ও নতুন সংস্করণ।

৫০. শাহ্ ইসমাঈল দেহলবী : (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১খৃ), সিরাত মুস্তাক্বীম।

৫১. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী : (১১১৪-১১৭৪/১৭০৩-১৭৬২খৃ) হামা'য়াত।

৫২. আত-তাফহীমাত-উল-ইলাহিয়্যা : হায়দারাবাদ, পাকিস্তান : একাডেমী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ১৩৮৭/১৯৬৭খৃ।

৫৩. শা'শী : আবূ সাঈদ হায়ছাম বিন কিলাব (মৃ. ৩৩৫ হি), আল মুস্‌নাদ, মদীনা, সৌদি আরব, মাকতাবাত-উল-উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ ১৪১০হি।

৫৪. শাওক্বানী : মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০/১৭৬০-১৮৩৪খৃ), দার-উস-সাহাবা, দামেস্ক : দার-উল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪/১৯৮৪খৃ।

৫৫. ফাত্‌হুল ক্বাদীর : মিশর, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৩/১৯৬৪খৃ।

৫৬. সুয়ূতি : জালাল-উদ-দীন আব্‌দ-উর-রহ্‌মান, (৮৪৯-৯১১/১৪৪৫-১৫০৫খৃ), দুর্‌রুল-মানসূর ফিত তাফসীর বিল মা'ছূর, বৈরুত, লেবানন : দার-উল- মারিফা, নতুন সংস্করণ।

৫৭. ত্বরানী : সুলাইমান বিন আহ্‌মদ, (২৬০-৩৬০/৮৭৩-৯৭১খৃ) আল মু'জাম-উল-আওসাত্ব, রিয়াদ, সৌদি আরব : মাকতাবাত-উল-মা'য়ারিফ,১ম সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫খৃ

৫৮. আল মু'জাম-উল-কাবীর : মওসূল, ইরাক : মাক্‌তাবাত-উয-যুহ্‌রা-ইল হাদীসাহ, ২য় সংস্করণ ও নতুন সংস্করণ।

৫৯. আল মু'জাম-উস-সগীর : বৈরুত, লেবাননঃদার-উল-কুতুব-ইল ইলমিয়া, ১৪০৩/১৯৮৩খৃ।

৬০. তাহাবী, আবূ জা'ফর, (মৃ৩২১হি), মাশকাল-উল-আছার, বৈরুত, লেবানন : দার-উস-সাদীর,১ম সংস্করণ ১৩৩৩হি।

৬১. তায়ালিসী : সুলাইমান বিন আবূ দাউদ (১৩৩-২০৪/৭৫১-৮১৯খৃ), আল মুস্‌নাদ, বৈরুত, লেবানন : দার-উল- মারিফা, নতুন সংস্করণ।

৬২. তিরমিযী : মুহাম্মদ বিন ইসা (২১০-২৭৯/৮২৫-৮৫২খৃ), আল জামি-উস-সহীহ, বৈরুত, লেবানন : দার-উল-গরব-ইল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮।

৬৩. ওয়াহিদী : আবূ হাসান আলী বিন আহ্‌মদ(মৃ.৪৬৮হি), আসবাব-উন-নুযূল, লাহোর, পাকিস্তান : দার নাশ্‌র-ইল-কুতুব-ইল-ইসলামিয়্যা, নতুন সংস্করণ।

৬৪. যুরক্বানী : মুহাম্মদ বিন আব্‌দ-উল বাক্বী (১০৫৫-১১২২/১৬৪৫-১৭১০খৃ), ভাষণ (শর্‌হ যুরক্বানী আলা-আল মাওয়াহিব-উল-লাদুনিয়্যা, বৈরুত, লেবানন : দার-উল-কুতুব-ইল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৬খৃ।

تمت بالخير

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল. এল. বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলীদর আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী(রহ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশিদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাযেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূভী আল-মালেকী আল মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল. এল. বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নিবার্চিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির সদস্য, তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহ সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংঘটন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

উর্দূ, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত চার'শর উপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাধারা ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos Who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট'(ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনির্ভাসিটি'র চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিতে করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত কার হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন: বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সলজ্জী পাবলিকেশন